



নং ১৭৮২  
সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী—সংখ্যা—৩১

---

## বিষ্ণু-মূর্তি-পরিচয়

(সচিত্র)

১৭৮২

শ্রীবিনোদবিহারি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ

কলিকাতা

২৪৩১ অপর সাকুলার রোড, সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৭

মূল্য ১০ ছয় আনা।



PRINTED BY JOTISH CHANDRA GHOSH  
*57, Harrison Road, Calcutta.*



## বিষ্ণু-মূর্তি-পরিচয়

আমার প্রবন্ধের নামই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কতকটা ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। বিষ্ণু ব্রাহ্মণ্যধর্মের ত্রিমূর্তির অন্ততম এক মূর্তি। বৈদিক যুগ হইতে অবতরণ করিতে করিতে আমরা বিষ্ণুসম্বন্ধে নানারূপ উপাখ্যান শুনিয়া আসিতেছি; কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিবিধ নাম ও কার্য্য-কলাপের কাহিনী প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। বিষ্ণু বলিতে কোন্ দেবতাকে বুঝাইত, কাহাকে আমরা 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' বলিয়া জানিতাম, তাহা অনেকদিন হইতেই অতীতের অন্ধকারময় অন্তরালে বিলীন অবস্থায় রহিয়াছে। এ প্রবন্ধের সে উদ্দেশ্য নহে যে এখন তাঁহাকে বর্তমান করিয়া দেখান যাইবে। তবে পরবর্তী যুগে যখন বিষ্ণু সাকার হইতে থাকিলেন, যখন কেশব নারায়ণ মাধব মধুসূদন ইত্যাদি বিবিধ নাম গ্রহণ করিতে থাকিলেন, তখন কেমন হইলে কেশব হয়, কেমন হইলে নারায়ণ হয়, ইত্যাদির একটা বিবরণ ক্রমে ক্রমে লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। সেই সব বিবরণের অনুসন্ধান করিয়া একস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া কেশব নারায়ণ ইত্যাদির পরিচয়করণই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমি যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এই প্রবন্ধে তাহা সন্নিবেশিত হইল। আমার প্রার্থনা,—এই অনুসন্ধানকার্য্যে

দেশের অনুসন্ধিৎসু মহাজনগণ যেন সহায়তা করিয়া ইহাব কলেবর ক্রমে ক্রমে পুষ্ট করেন।

আমি নিম্নলিখিত গ্রন্থনিচয় হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি:—

অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হেমাদ্রি, শব্দকল্পদ্রুম, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, Cunningham's Numismatic Chronicle, বিষ্ণুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ।

এ প্রবন্ধে বিষ্ণুমূর্তির পরিচায়ক বিবরণ অনুসারে বিষ্ণুমূর্তিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি:—১ম চতুর্বিংশতিমূর্তি; ২য় চতুমূর্তি; ৩য় বিশেষ মূর্তি; ৪র্থ সাধারণ মূর্তি।

চতুর্বিংশতিমূর্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্যণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, উপেন্দ্র, জনার্দন, হরি ও কৃষ্ণ।

চতুমূর্তি—বাসুদেব, সঙ্কর্যণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ।

বিশেষমূর্তি বলিতে চতুর্বিংশতিমূর্তি ও চতুমূর্তি ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে বর্ণিত অল্প নামযুক্ত মূর্তি অথবা তদ্ভুক্তনামযুক্ত মূর্তি।

সাধারণমূর্তি বলিতে যাহার কোন বিশেষ নাম নাই ও যাহা চতুর্বিংশতিমূর্তির ও চতুমূর্তির অন্তর্গত নহে, অথচ যাহা বিষ্ণুমূর্তি।

এখন এখানে আমাকে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের কথা বলিতে হইবে। - বিষ্ণুমূর্তির পরিচায়ক প্রমাণ যতদূর সংগ্রহ করিয়াছি, আশ্চর্যের বিষয় তাহাদের এক একটীর সহিত সূক্ষ্মরূপে মিলাইয়া দেখিতে গেলে এমন বিষ্ণুমূর্তি প্রায় দেখা যায়না, বাহা প্রমাণের সহিত ঠিক্ মিলিয়া যায়। কলিকাতার বাত্মঘরে অনেক বিষ্ণুমূর্তি আছে, কিন্তু আমার প্রবন্ধলিখিত

প্রমাণাবলীর সহিত কাহারও স্মরণরূপে মিল হয় না। কয়েকখানি প্রতিকৃতি এই প্রসঙ্গে প্রকাশ করিব; দেখাইয়া দিব, কোন খানিরই সহিত স্মরণরূপে কোন প্রমাণের মিল হইবে না। ইহার কারণ যে কি তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। তবে আমার মনে হয় মূর্তি-নিৰ্মাতা স্থপতিরা বিষ্ণুমূর্তি নিৰ্মাণের সময় শাস্ত্রবচন সম্মুখে ধরিয়া রাখিত না। বিষ্ণুর শঙ্খচক্রাদি ধারণরূপ ব্যাপার সাধারণতঃ হিন্দুমাত্রেই বিদিত, সেই সাধারণজ্ঞান অনুসারেই স্থপতিরা বোধ হয় বিষ্ণুমূর্তি নিৰ্মাণ করিত। যাহাই হউক, প্রতিকৃতিগুলির বিবরণে আমি আমার শাস্ত্র প্রমাণের প্রধান অংশটুকুই গ্রহণ করিব; অর্থাৎ যে মূর্তিতে যে প্রমাণের কোন প্রধান অংশ আছে বলিয়া দেখিব, সেই মূর্তিকে সেই প্রমাণ অনুসারে সেই নামেই অভিহিত করিব।

( ১ )

অগ্নিপূরাণধৃত

চতুर्वিংশতিমূর্তি

অগ্নিপূরাণের ৪৮ অধ্যায়ে বিষ্ণুর চতুर्वিংশতি প্রকার মূর্তির উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

ওঁরূপঃ কেশবঃ পদ্মশঙ্খচক্রগদাধরঃ।

নারায়ণঃ শঙ্খপদ্মগদাচক্রী প্রদক্ষিণম্ ॥ ১

ততো গদী ন্যধবো হরিশঙ্খপদী নমামি তম্।

চক্রকোমোদকীপদ্মশঙ্খী গোবিন্দ উর্জিতঃ ॥ ২

মোক্ষদঃ শ্রীগদী পদ্মী শঙ্খী বিষ্ণুঃ চ চক্রধৃক্ ।  
 শঙ্খচক্রাজগদিনং মধুসূদনমানমে ॥ ৩  
 ভক্ত্যা ত্রিবিক্রমঃ পদ্মগদী চক্রী চ শঙ্খাপি ।  
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মী বামনঃ পাতু মাং সদা ॥ ৪  
 গতিদঃ শ্রীধরঃ পদ্মী চক্রশাস্ত্রী চ শঙ্খাপি ।  
 হৃষীকেশো গদাচক্রী পদ্মী শঙ্খী চ পাতু নঃ ॥ ৫  
 বরদঃ পদ্মনাভস্ত শঙ্খজারিগদাধরঃ ।  
 দামোদরঃ পদ্মশঙ্খগদাচক্রী নমামি তম্ ॥ ৬  
 তেনে গদী শঙ্খচক্রী বাসুদেবোহজ্জভজ্জগৎ ।  
 সঙ্কর্যণো গদী শঙ্খী পদ্মী চক্রী চ পাতু বঃ ॥ ৭  
 গদী চক্রী শঙ্খগদী প্রদ্যুম্নঃ পদ্মভূঃ প্রভুঃ ।  
 অনিরুদ্ধশ্চক্রগদী শঙ্খী পদ্মী চ পাতু নঃ ॥ ৮  
 সুরেশোহর্ষজশঙ্খাঢ্যঃ শ্রীগদী পুরুষোত্তমঃ ।  
 অশোক্ষজঃ পদ্মগদী শঙ্খী চক্রী চ পাতু বঃ ॥ ৯  
 দেবো নৃসিংহশ্চক্রাজগদাশঙ্খী নমামি তম্ ।  
 অচ্যুতঃ শ্রীগদী পদ্মী চক্রী শঙ্খী চ পাতু বঃ ॥ ১০  
 বালরূপী শঙ্খগদী উপেন্দ্রশ্চক্রপদ্মাপি ।  
 জনার্দনঃ পদ্মচক্রী শঙ্খধারী গদাধরঃ ॥ ১১  
 শঙ্খী পদ্মী চ চক্রী চ হরিঃ কোমোদকীধরঃ ।  
 কৃষ্ণঃ শঙ্খী গদী পদ্মী চক্রী মে ভুক্তিমুক্তিদঃ ॥ ১২

উপরে ও নিম্নে উক্ত শ্লোক মধো 'অরী' শব্দে অরযুক্ত চক্র বুঝাইতেছে ।

(১) পাঠান্তর—চক্রগদাধ শঙ্খাপি ।

(২) পাঠান্তর—শঙ্খপদ্মী ।

উল্লিখিত পৌরাণিক শ্লোকাবলি অনুসারে চতুর্বিংশতি প্রকার  
বিষ্ণুমূর্তির নিম্নলিখিত চতুর্বিংশতি নাম :

(১) কেশব (২) নারায়ণ (৩) মাধব (৪) গোবিন্দ (৫) বিষ্ণু  
(৬) মধুসূদন (৭) ত্রিবিক্রম (৮) বামন (৯) শ্রীধর (১০) হৃষীকেশ  
(১১) পদ্মনাভ (১২) দামোদর (১৩) বাহুদেব (১৪) সর্ধ্বক  
(১৫) প্রহ্লাদ (১৬) অনিরুদ্ধ (১৭) পুরুষোত্তম (১৮) অধোক্ষক  
(১৯) নৃসিংহ (২০) অচ্যুত (২১) উপেন্দ্র (২২) জনার্দন (২৩) হরি  
(২৪) কৃষ্ণ ।

অগ্নিপু্রাণের মতে উল্লিখিত চতুর্বিংশতি প্রকার বিষ্ণুমূর্তিতে  
শঙ্খচক্রগদাপদ্মের স্থাপনানুসারে তত্তন্মূর্তির পরিচয় করিতে  
হইবে। উল্লিখিত শ্লোকাবলির প্রথম শ্লোকস্থিত “প্রদক্ষিণম্”  
এই কথাটী অপরাপর সকল শ্লোকেই গ্রহণ করিতে হইবে।  
“প্রদক্ষিণম্” এর অর্থ দক্ষিণদিক্ হইতে, অর্থাৎ, সম্মুখে দণ্ডায়মান  
চতুর্হস্ত বিষ্ণুমূর্তির দক্ষিণদিকের অধঃস্থ হস্ত হইতে আরম্ভ  
করিয়া। তাহা হইলে প্রত্যেক মূর্তির শঙ্খাদি স্থাপনার ক্রম  
নিম্নলিখিতরূপ হইতেছে ।

নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
১। কেশব	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	গদা
২। নারায়ণ	শঙ্খ	পদ্ম	গদা	চক্র
৩। মাধব	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
৪। গোবিন্দ	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ
৫। বিষ্ণু	গদা	শঙ্খ	শঙ্খ	চক্র
৬। মধুসূদন	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা



নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
৭। ত্রিবিক্রম	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ
৮। বামন	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা
৯। শ্রীধর	পদ্ম	চক্র	শাস্ত্রধনু	শঙ্খ
অথবা পাঠান্তর- মতে	}	}	}	}
১০। হৃষীকেশ	গদা	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ
১১। পদ্মনাভ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
১২। দামোদর	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র
১৩। বাসুদেব	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম
১৪। সঙ্কর্ষণ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র
১৫। প্রহ্লাদ	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
১৬। অনিরুদ্ধ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
১৭। পুরুষোত্তম	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা
১৮। অধোক্ষজ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
১৯। নৃসিংহ	চক্র	পদ্ম	গদা	শঙ্খ
২০। অচ্যুত	গদা	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ
২১। উপেন্দ্র	শঙ্খ	গদা	চক্র	পদ্ম
২২। জনার্দন	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা

(১) প্রহ্লাদের পরিচায়ক শ্লোকাংশটির মূলে বৃত্ত ও পাঠান্তরে বৃত্ত উভয়বিধ পাঠেই গোল আছে। মূলে ছবার “পদী” কথাটির অর্থ হয় না। পাঠান্তরের পাঠ ধরিলে “পদ্মভূত” এর অর্থে “পদ্ম” বলা বাধে।

(২) ইহাকে বালরূপী বলা ইহা আছে। বালরূপী বলিতে মনে হয় উপেন্দ্রের মূর্তিতে স্থপতি যেন বালভাব মাখাইয়া রাখেন।

নাম:	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোদ্ধ	বামোদ্ধ	বামাধঃ
২৩। হরি	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
২৪। কৃষ্ণ	শঙ্খ	গদা	পদ্ম	চক্র

এই গেল মূলমূর্তির বর্ণনা। মূলমূর্তি কখনও একাকী কখনও বা সঙ্গিসমেত দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এখানে এই সকল মূর্তির সমভিব্যাহারীর কোন উল্লেখ না থাকিলেও প্রতিমায় তাহার উপস্থিতি দেখিলে অত্যান্ত প্রমাণোল্লিখিত বিষ্ণুর সমভিব্যাহারী অনুসারেই তাহাদের পরিচয় করিয়া লইতে হইবে।

( ২ )

পদ্মপুরাণস্থ

চতুর্বিংশতিমূর্তি

পদ্মপুরাণে ৭৮ অধ্যায়ে আবার নিম্নলিখিতরূপ বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি মূর্তির পরিচায়ক বর্ণনা দেখা যায়।

কেশবান্দেচতুর্বাহো দক্ষিণোদ্ধকরক্রমাং ॥ ১৬

শঙ্খচক্রগদাপদ্মী কেশবাথ্যে গদাধরঃ ।

নারায়ণঃ পদ্মগদাচক্রশঙ্খায়ুধৈঃ ক্রমাং ॥ ১৭

মাদ্রবশচক্রশঙ্খাভ্যাং পদ্মেন গদয়া ভবেৎ ।

গদাজশঙ্খী চক্রী বা গোবিন্দাথ্যে গদাধরঃ ॥ ১৮

পদ্মশঙ্খারিগদিনে বিষ্ণুরূপায় বৈ নমঃ ।

সশঙ্খাজগদাচক্র মধুসূদন মূর্তয়ে ॥ ১৯

(১) এ কৃষ্ণঃ বিষ্ণুর রূপান্তর মাত্র ; ইনি বাক্য মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ নহেন।

নমো গদারিশঙ্খখাজ-যুক্ত ত্রিবিক্রমায় চ।

সারিকোমোদকীপদাশঙ্খ বামন-মূর্তয়ে ॥ ২০

চক্রাঙ্কশঙ্খগদাধিনে নমঃ শ্রীধর-মূর্তয়ে ।

হৃষীকেশ সারিগদাশঙ্খপদ্মিন্ নমোহস্ত তে ॥ ২১

সাক্ষশঙ্খগদাচক্র পদ্মনাভ স্বমূর্তয়ে ।

দামোদর শঙ্খগদাচক্রপদ্মিন্ নমোহস্ত তে ॥ ২২

শঙ্খখাজচক্রগদিনে নমঃ সঙ্করশায় চ ।

সারিশঙ্খগদাঙ্কায় বাসুদেব নমোহস্ত তে ॥ ২৩

শঙ্খচক্রগদাঙ্কাদিধৃত প্রদ্যুম্ন-মূর্তয়ে ।

নমোহনিরুদ্ধায় গদাশঙ্খখাজারিবিধারিণে ॥ ২৪

সাক্ষশঙ্খগদাচক্র পুরুষোত্তম-মূর্তয়ে ।

নমোহধোক্ষত-রূপায় গদাশঙ্খথারিপদ্মিনে ॥ ২৫

নৃসিংহ-মূর্তয়ে পদগদাশঙ্খথারিধারিণে ।

পদ্মারিশঙ্খগদিনে নমোহস্তুচ্যুতমূর্তয়ে ॥ ২৬

গদাঙ্কারিশঙ্খায় নমঃ শ্রীকৃষ্ণমূর্তয়ে ।

পুরাণকারের উদ্দেশ্য চতুর্বিংশতিপ্রকার মূর্তির কথাই বলা।

মূলে কিন্তু উপেন্দ্র জনার্দন ও হরি এই তিন মূর্তির বর্ণনা নাই।

সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদে ইহা ঘটিয়া থাকিবে। পদ্মপুরাণের

ক্রম দক্ষিণোর্দ্ধ হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া। তাহা হইলে শঙ্খখাদি

স্তাপনা দাঁড়ায় এইরূপ :—

নাম	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ	দক্ষিণাধঃ
১। কেশব	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম
২। নারায়ণ	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ
৩। মাধব	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম	গদা

নাম	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ	দক্ষিণাধঃ
৪। গোবিন্দ	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র
৫। বিষ্ণু	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	গদা
৬। মধুসূদন	শঙ্খ	পদ্ম	গদা	চক্র
৭। ত্রিবিক্রম	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
৮। বামন	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ
৯। শ্রীধর	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা
১০। দ্বয়ীকেশ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
১১। পদ্মনাভ	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র
১২। দামোদর	শঙ্খ	গদা	চক্র	পদ্ম
১৩। সঙ্কর্ষণ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
১৪। বাসুদেব	চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম
১৫। প্রহ্লাদ	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম
১৬। অনিরুদ্ধ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র
১৭। পুরুষোত্তম	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র
১৮। অধোক্ষজ	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম
১৯। নৃসিংহ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
২০। অচ্যুত	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা
২১। কৃষ্ণ	গদা	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ

এই পদ্মপুরাণবর্ণিত মূর্তিগুলির মধ্যে মধুসূদন, শ্রীধর, দ্বয়ীকেশ, পদ্মনাভ, বাসুদেব, প্রহ্লাদ ও নৃসিংহ ইহাদের শঙ্খাদি স্থাপনা অগ্নিপু্রাণের ৪৮ অধ্যায় কথিত স্থাপনা হইতে পৃথক্। অতএব ইহাদের মূর্তিপরিচয় করিতে হইলে আমাদিগকে এই উভয় পুরাণোক্ত বর্ণনার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। যে মূর্তি যাহার

সহিত মিলিবে, তদনুসারেই তাহার নামকরণ করিতে হইবে।  
পদ্মপুরাণোক্ত কেশব ও গ্রহান্ন শঙ্খাদি ধারণে অভিন্ন, অতএব  
বুঝিতে হইবে ইহাতেও কোনরূপ লিপিকরণপ্রমাদ ঘটিয়া  
গিয়াছে।

( ৩ )

হেমাঙ্গিধৃত

চতুর্বিংশতিমূর্তি

সিদ্ধার্থসংহিতানাম্

বাসুদেবো গদাশঙ্খচক্রপদ্মধরো মতঃ ।

পদ্মাং শঙ্খং গদাং চক্রং ধত্তে নারায়ণঃ ক্রমাৎ ॥

গদাং চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মাং বহতি নারায়ণঃ ।

চক্রং পদ্মাং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ ॥

পদ্মাং কোমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তে অধোক্ষজঃ ।

সঙ্কর্ষণো গদাশঙ্খপদ্মচক্রধরঃ স্মৃতঃ ॥

চক্রং গদাং পদ্মশঙ্খৌ গোবিন্দো ধরতে ভূজৈঃ ।

গদাং পদ্মাং তথা শঙ্খং চক্রং বিষ্ণুর্বিভর্তি যঃ ॥

চক্রং শঙ্খং তথা পদ্মাং গদাঞ্চ মধুসূদনঃ ।

গদাং সরোজং চক্রঞ্চ শঙ্খং ধত্তেহচ্যুতঃ সদা ॥

পদ্মাং কোমোদকীং চক্রমুপেন্দ্রঃ শঙ্খমুদ্বহেৎ ।

চক্রশঙ্খগদাপদ্মধরঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে ॥

পদ্মাং কোমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তে ত্রিবিক্রমঃ ।

শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মাং বামনো বহতে সদা ॥

পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ত্রীশ্বরে ধরতে ভূঞঃ ।  
 চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং নরসিংহো বিভর্তি যঃ ॥  
 পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং ধত্তে জনার্দনঃ ।  
 অনিরুদ্ধশ্চক্রগদাশঙ্খপদ্মলসদভুজঃ ॥  
 হৃষীকেশো গদাং চক্রং পদ্মং শঙ্খঞ্চ ধারয়েৎ ।  
 পদ্মনাভো বহেচ্ছঙ্খং পদ্মং চক্রং গদাং তথা ॥  
 পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ধত্তে দামোদরন্তথা ।  
 শঙ্খং চক্রং সরোজঞ্চ গদাং বহতি যো হরিঃ ॥  
 শঙ্খং কোমোদকীং পদ্মং চক্রং বিষ্ণুবিভর্তি যঃ ।  
 এতান্ মূর্তয়ো জ্ঞেয়া দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ ॥

( ব্রতখণ্ড ১ম অধ্যায়—বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির

মুদ্রিত—১১৪-১১৫ পত্র )

হেমাঙ্গিরস সিদ্ধার্থসংহিতার উক্ত শ্লোকাবলীতে চতুর্বিংশতি  
 হলে চারিংশতি মূর্তির নাম পাওয়া যায়। বিষ্ণুর নাম  
 বারম্বার উল্লিখিত থাকায় ত্রয়োবিংশতি হয় মাত্র। এ দোষও  
 বোধ হয় লিপিকর প্রমাদে ঘটিয়া আসিতেছে। বিগুহ্য হস্তলিখিত  
 পুস্তক যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে হয়ত এ দোষ সংশোধিত  
 হইয়া যাইতে পারে।

দক্ষিণাধঃকরক্রমানুসারে শঙ্খাদি স্থাপন করিলে সিদ্ধার্থ-  
 সংহিতার চতুর্বিংশতি মূর্তি নিম্নলিখিতরূপে পরিচিত হইতে পারে—

নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
১। বাসুদেব	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম
২। নারায়ণ	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র
৩। মাধব	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম

নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোদ্ধ	বামোদ্ধ	বামাধঃ
৪। পুরুষোত্তম	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা
৫। অধোক্ষজ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
৬। সঙ্কর্ষণ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র
৭। গোবিন্দ	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ
৮। বিষ্ণু	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র
৯। মধুসূদন	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম	গদা
১০। অচ্যুত	গদা	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ
১১। উপেন্দ্র	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ
১২। প্রহ্লাদ	চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম
১৩। ত্রিবিক্রম	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
১৪। বামন	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম
১৫। শ্রীধর	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ
১৬। নরসিংহ	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	—
১৭। জনার্দন	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা
১৮। অনিরুদ্ধ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
১৯। হৃষীকেশ	গদা	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ
২০। পদ্মনাভ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
২১। দামোদর	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ
২২। হরি	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা
২৩। বিষ্ণু	শঙ্খ	গদা	পদ্ম	চক্র

সিদ্ধার্থসংহিতার এই বর্ণনায় অধোক্ষজে ও ত্রিবিক্রমে এবং  
 পদ্মঃ কোণাঙ্গকঃ শঙ্খঃ চক্রঃ গদাঃ প্রভেদঃ নাই।  
 শ্রীধরে ও দামোদরে কোন প্রভেদ নাই।

## চতুমূর্তি

পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতি মূর্তির মধ্যে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রত্যয় ও অনিরুদ্ধ এই চারি মূর্তির পুরাণ তন্ত্র ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিশেষরূপ উপাসনার উল্লেখ দেখা যায়। তাই চতুমূর্তিনামে ইহাদের একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় করা হইল।

### বাসুদেব

(ক) শব্দকল্পদ্রুম-কথিত কালিকাপুরাণ ৮২ অধ্যায়স্থিত শ্লোকাবলি অনুসারে বাসুদেবকে দেখা যায়—

পূর্ণচন্দ্রোপমঃ গুরুঃ পক্ষিরাজোপরি স্থিতঃ ।  
চতুর্ভুজঃ পীতবস্ত্রৈঃ সজ্জিতঃ সংবীতদেহভূং ।  
দক্ষিণোর্ধ্বে গদাং ধত্তে তদধো বিকচাশুজম্ ।  
বামোর্ধ্বে চক্রমত্যাগ্ং ধত্তেহধঃ শঙ্খমেব চ ।  
ত্রিবাংসবক্ষাঃ সততং কৌন্তভং হৃদি চাদভূতম্ ।  
ধত্তে কক্ষে হৃদো বামে তুণীরং বাণপূরিতম্ ।  
দক্ষিণে কোষগং খড়্গং নন্দকং সশরাসনম্ ।  
শীর্ষে কিরীটং সজ্জাতং কর্ণয়োঃ কুণ্ডলদ্বয়ম্ ।  
আজানুলম্বিনীং চিত্রাং স্বর্ণমালাং গলস্থিতাম্ ।  
দধানং দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বে তু বিভ্রতম্ ।  
সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিস্তয়েদ্ বরদং হরিম্ ।

( শব্দকল্পদ্রুমে বাসুদেব দ্রষ্টব্য )

কালিকাপুরাণের বাসুদেবে ও অগ্নিপু্রাণ পদ্মপুরাণ ও



হেমাঙ্গিধৃত সিদ্ধার্থ-সংহিতার বাসুদেবে অপরাপর পার্থক্য ছাড়িয়া দিলেও শঙ্খাদি স্থাপনারই পার্থক্য দেখা যায়।

কালিকাপুরাণের বাসুদেব দক্ষিণাধঃ পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধে গদা, বামোর্দ্ধে চক্র, বামাধঃ শঙ্খ ধারণ করিয়া থাকেন। একরূপ ক্রমে অগ্নিপুராণাদির কাহারও বাসুদেব শঙ্খাদি ধারণ করেন না। এই বাসুদেবকে চিনিতে হইলে ইহঁার অপরাপর বর্ণনা হইতে চিনিতে হইবে।

(খ) শব্দকল্পদ্রুমের উল্লেখানুসারে বাসুদেবের আর এক প্রকার মূর্তি দেখা যায়। যথা—

নীলোৎপলদলশ্রামঃ তথৈব চ চতুর্ভুজম্।

দক্ষিণোর্দ্ধে স্থিতং পদ্মং গদাধাধঃ প্রচোদয়েৎ ॥

বামেহধঃশ্চক্রমতুলমূর্দ্ধে শঙ্খাধঃ বিভ্রতম্।

চিস্তয়েদ্ বরদং দেবং সর্বমন্যাস্ত পূর্ববৎ ॥

শব্দকল্পদ্রুম বলেন ইহাও কালিকাপুরাণের ৮২ অধ্যায়ের। ইহাতে দেখা যায়—

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র

কালিকাপুরাণের এই উভয়বিধ বাসুদেবের মধ্যে প্রথমোক্ত বাসুদেবের শঙ্খাদি স্থাপনা অগ্নিপুরাণের ত্রিবিক্রমের অনুরূপ হইলেও কালিকাপুরাণের বাসুদেব “পক্ষিরাজোপরি স্থিতঃ” ইহা থাকায় এবং থড়া তীর ও ধনুক ধারণ করায় ত্রিবিক্রমের সহিত ইহঁার মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

(গ) দক্ষিণোর্দ্ধে গদা বামে বামোর্দ্ধে চক্রমুত্তমম্ ॥ ১০

ব্রহ্মেশৌ পার্শ্বগৌ নিত্যং বাসুদেবোহস্তি পূর্ববৎ ।

অগ্নিপুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে এই একরূপ বাসুদেব দেখা যায়। উভয় শ্লোকের অঙ্গাংশ লইয়া জাত এই শ্লোকের অর্থ একটু গোলমালে। ইহার “বামে” এই শব্দটির অর্থ সমস্তাময়। আমি ইহার এইরূপ অর্থ করি :—বাসুদেব কি প্রকার? না তাঁহার নিত্যপার্শ্বচর ব্রহ্মা ও ঈশ (মহাদেব); আর তিনি দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে ধরেন গদা, ও বামোর্দ্ধে ধরেন চক্র, এবং বামে (বামশব্দের অর্থ প্রতিকূল ধরিয়া) কি না বামোর্দ্ধের প্রতিকূল হস্তে অর্থাৎ বামাধোহস্তে ধরেন “পূর্ববৎ” অর্থাৎ ৪৮ অধ্যায়ে বর্ণিত বাসুদেব মূর্তির মত বামাধোহস্তে ধরেন পদ্ম। এই বর্ণনায় শব্দের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার মতে বাসুদেব হইতেছেন এইরূপ :—

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
০	গদা	চক্র	পদ্ম

এখানকার এই “বামে” শব্দটি “বামোর্দ্ধে” শব্দেরই সহিত অন্বিত বলিবার হেতু এই যে “দক্ষিণোর্দ্ধে” শব্দের সহিত ইহা লাগাইতে গেলে “পূর্ববৎ”এর অর্থ হয় না। “পূর্ববৎ”এর অর্থ যখন ৪৮ অধ্যায়ে বর্ণিত বাসুদেবমূর্তির মত,—ইহা ব্যতীত অন্য অর্থ সম্ভব হয় না,—তখন দক্ষিণোর্দ্ধের বামে অর্থাৎ দক্ষিণাধো হস্তে “পূর্ববৎ” বলিলে সেই গদাই আসিয়া পড়ে (উল্লিখিত তালিকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং (গ) নিয়মানুযায়িক বাসুদেব মূর্তির দক্ষিণাধো হস্তে কিছুই দেওয়া চলে না।

- (ঘ) দক্ষিণে তু করে চক্রমধস্তাং পদ্মমেব চ ।  
 বামে শঙ্খাং গদাধস্তাং বাসুদেবস্ত লক্ষণাং ॥ ৪৭  
 শ্রী-পুষ্টি চাপি কর্তব্যো পদ্মবীণাকরাযিতে ।  
 উরুমাঝোচ্ছি তায়ামে————— ॥ ৪৮

অগ্নিপুরাণের ৪৪ অধ্যায়ে এই আর একরূপ বাসুদেব মূর্তি  
 দেখিতে পাওয়া যায় । যথা—

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা

এই বাসুদেব কিন্তু চতুর্বিংশতিপ্রকার বিষ্ণু মূর্তির অন্তর্গত  
 জনার্দন মূর্তির অনুরূপে পদ্মাদি ধারণ করিয়া আছেন । তাঁহাতে  
 আর ইহাতে প্রভেদ করিবার সময় আমাদের এই বাসুদেবের  
 সঙ্গিনী ছটিকে স্মরণ করিতে হইবে । পদ্মহস্তা শ্রী ও বীণাহস্তা  
 পুষ্টি যাহার পার্শ্বে দণ্ডাশ্রমান থাকিবেন, তিনি জনার্দনের  
 মত পদ্ম চক্র শঙ্খ ও গদা ধারণ করিয়া থাকিলেও তাঁহাকে  
 আমরা বাসুদেব বলিয়াই বিবেচনা করিব । অতথা তিনি  
 জনার্দন ।

(ঙ) পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডের ৭৮ অধ্যায়ে আমরা কিন্তু  
 আর এক বাসুদেবকে পাই, যাহার পদ্মাদি ধারণ অগ্নিপুরাণের  
 ৪৮ অধ্যায়বর্ণিত জনার্দনের অনুরূপ । যথা—

কেশবাদেশ্চতুর্বাহো দক্ষিণোর্দ্ধকরক্রমাং ॥ ১৬

\* \* \* \*

সারিশঙ্খগদাশ্রায় বাসুদেব নমোহস্তু তে ॥ ২৩

এই বচনানুসারে এই বাসুদেব দক্ষিণোর্দ্ধকরক্রমে চক্র শঙ্খ  
গদা ও পদ্ম ধরিয়া থাকেন। তাহা হইলে ইনি হইলেন :—

দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ	দক্ষিণাধঃ
চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম

এইরূপ চক্রাদি স্থাপনাই জনার্দনের হইবে বলিয়া অগ্নি-  
পুরাণ বলিয়া থাকেন। অগ্নিপু্রাণের জনার্দন, দক্ষিণাবর্তে

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা

পদ্মপুরাণ কোন সঙ্গীর উল্লেখ করেন নাই যে তাহার বলে  
ইহার সামঞ্জস্য হইতে পারে। সুতরাং ক, খ, গ ও ঘ বাসুদেব-মূর্তি  
ভিন্ন যদি এমন মূর্তি পাওয়া যায় যে তাহা ও অনুসারে বাসুদেব  
ও অগ্নিপু্রাণের ৪৮ অধ্যায়ানুসারে জনার্দন, সেখানে গোলমাল  
থাকিয়াই গেল।

(চ) পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডের ৮৬ অধ্যায়ে আর এক বাসু-  
দেবকে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

স তস্মাদ্ বাসুদেবেতি উচ্যতে মম নন্দনঃ ॥ ৭৯

\* \* \* \*

সূর্য্যতেজঃ—প্রতীকাশং চতুর্বাহুং সুরেশ্বরম্ ॥ ৮০

দক্ষিণে শোভতে শঙ্খো হেমরত্ন-বিভূষিতঃ ।

সূর্য্যাবিষ্মসমাকারং চক্রং পদ্ম-প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮১

কৌমোদকী গদা তস্ত মহাস্থরবিনাশিনী ।

বামে চ শোভতে বৎস করে তস্ত মহাস্থনঃ ॥ ৮২

মহাপদ্মং তু গন্ধাঢ্যং তস্ত দক্ষিণহস্তগম্ ।

এই বাসুদেব দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে (উর্দ্ধ বা অধঃ তাহার নির্দেশ নাই) ধরেন শঙ্খ এবং পদ্ম, ও বামহস্তদ্বয়ে গদা ও চক্র। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহার চক্র পদ্মের উপর থাকিবে ও তাহা সূর্য্য-বিশ্বের মত উজ্জল ও গোলাকার হইবে, এবং ইহার শঙ্খও হেমরঙ্গে বিভূষিত হইবে।

(ছ) অগ্নিপুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে এক দ্বিভূজ বাসুদেব দেখিতে পাওয়া যায়। গ বাসুদেবের বচনের সহিত সে প্রমাণটি একত্র গ্রথিত। যথা:—

দক্ষিণোর্দ্ধে \* \* পূর্ব্ববৎ। (গ বাসুদেব দ্রষ্টব্য)

শঙ্খাংস বরদো বাথ দ্বিভূজো বা \* \* ॥ ১১

এক হাতে শঙ্খ ও অপর হাত বরদ। এই শ্লোকাংশে দুটি বা' এর ভাল অর্থ হয় না।

(জ) হেমাদ্রি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর হইতে বাসুদেবের এক বিস্তৃত বর্ণনা তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যথা:—

একবক্ত্রশ্চতুর্বাহঃ সৌম্যরূপঃ সূদর্শনঃ।

পীতাস্বরশ্চ মেঘাভঃ সর্বাভরণভূষিতঃ ॥

কণ্ঠেন শুভদ্রেশেন কঙ্কতুল্যেন রাজতা।

বরাভরণযুক্তেন কুণ্ডলোত্তরভূষণা ॥

উরসা কোন্তভঃ বিভ্রং কিরীটং শিরসা তথা ॥

শিরঃপদ্মস্তথৈবাস্ত্র কর্তব্যশ্চারুর্কণিকঃ।

পুষ্পিষ্ঠায়তভূজস্তনুস্তাত্রনখাঙ্গুলিঃ ॥

মধ্যেন জিবলীভঙ্গশোভিতেন স্ত্রচারুণা।

স্ত্রীরূপধারিণী ক্ষৌণী কার্য্যা তৎপাদমধ্যগা ॥  
 তৎকরহাজিযুগলো দেবঃ কার্য্যো জনার্দনঃ ।  
 তালাস্তরপদভাসঃ কিঞ্চিন্দিজ্ঞাস্তদক্ষিণঃ ॥  
 অনুদৃশ্য মহী কার্য্যা দেবদর্শিতবিস্মিতা ।  
 দেবশ্চ কটিবাসেন কার্য্যো জাহ্নবলম্বিনা ॥  
 বনমালা চ কর্তব্য্য দেবজাহ্নবলম্বিনী ।  
 যজ্ঞোপবীতং কর্তব্য্যং নাভিদেশমুপাগতম্ ॥  
 উৎফুল্লকমলং পাণৌ কুর্য্যাদেবশ্চ দক্ষিণে ।  
 বামপাণিগতং শজাং শজাকারস্ত কারয়েৎ ॥  
 দক্ষিণে তু পদা দেবী তনুমধ্যা সুলোচনা ।  
 স্ত্রীরূপধারিণী মুগ্ধা সর্কাভরণভূষিতা ॥  
 পশুস্তী দেবদেবেশং কার্য্যা চামরধারিণী ।  
 কার্য্যাস্তনুর্দ্ধি বিজ্ঞস্তং দেবহস্তস্ত দক্ষিণম্ ॥  
 বামভাগগতশ্চক্রঃ কার্য্যো লম্বোদরস্তথা ।  
 সর্কাভরণসংযুক্তো বৃত্তবিক্ষারিতেক্ষণঃ ॥  
 কর্তব্য্যশ্চামরকরো দেববীক্ষণ-তৎপরঃ ।  
 কার্য্যং দেবকরং বামং বিজ্ঞস্তং তস্ত মূর্ধনি ॥

( হেমাদ্রি ব্রতখণ্ড, ১ম অধ্যায়

এসিয়াটিক সোসাইটির ছাপা )

পুঁথির দোষেই হউক বা সম্পাদকের অনবধানতা বশতই  
 হউক, ইহার পাঠ সর্বত্র সুবিশুদ্ধ নহে । ইহার মোটামুটি অর্থ  
 এই :—বাসুদেবের হাত হইবে চারিখানি ও মুখ একটি । অন্ততর  
 দক্ষিণ হস্তে থাকিবে প্রফুল্ল কমল ও অন্ততর বামে থাকিবে শজা ।  
 তাঁহার অপর দক্ষিণ হস্ত থাকিবে তনুমধ্যা সুলোচনা স্ত্রীরূপ-

ধারিণী গদাদেবীর মস্তকে ; বাম হস্ত থাকিবে লম্বোদরের মাথায় । এই লম্বোদর আর কেহ নহেন স্বয়ং চক্র । ইঁহার নয়নদ্বয় হইবে গোলাকার ও বিস্তারিত ; ইঁহার অঙ্গে অনেক অলঙ্কার থাকিবে ও ইনি চামরধারণ করিয়া থাকিবেন । ইনি ভগবানের দিকে তাকাইয়া থাকিবেন । শ্রীরূপধারিণী গদাদেবীও সৰ্ব্বাভরণে ভূষিতা থাকিবেন এবং তিনি বাসুদেবের মুখপানে চাহিয়া থাকিবেন ; তাঁহার হাতেও চামর থাকিবে । ভগবানের পদদ্বয়ের মধ্যে থাকিবেন শ্রীরূপধারিণী পৃথিবী— তাঁহার হস্ততলদ্বয়ে ভগবানের পদদ্বয় স্থাপিত থাকিবে । তিনিও ভগবানের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিবেন । ভগবান্ স্বয়ং ধারণ করিবেন কুণ্ডল অঙ্গদ কৌস্তভ কিরীট আজ্ঞানুগমী কটিবাস আজ্ঞানুগমিনী বনমালা ও নাভিদেশলম্বী যজ্ঞোপবীত । তিনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন এমন ভাবে, যাহাতে তাঁহার উদরে তিনটি বক্ষিম রেখা বেশ দেখা যায় ।

### সঙ্কর্ষণ

বাসুদেবস্বরূপেণ কার্য্যঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ ।

স তু শুক্রবপুঃ কার্য্যো নীলবাসা যদন্তমঃ ॥

গদাস্থানে চ মুসলং চক্রস্থানে চ লাক্ষলম্ ।

কর্তব্যো তনুমধ্যো তু নৃরূপো রূপসংযুতো ॥

হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ম অধ্যায় ।

বাসুদেবের অন্ততম মূর্তি সঙ্কর্ষণের বর্ণ হইবে শুক্র ( প্রস্তরের মূর্তিতে বর্ণের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না ) । বজ্র

হইবে নীলবর্ণের ( ইহাই বিষ্ণুর সাধারণ বস্ত্র ; প্রান্তরে কিন্তু ইহাও গোঁজা হইবে না ) গদার বদলে হাঁহার অঙ্গ হইবে মুসল ও চক্রের বদলে হইবে লাঙ্গল । এই মুসল ও লাঙ্গল রূপবানু নরের আকারে প্রকাশ করিতে হইবে । শ্লোকদ্বয় যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে গেলে আমি ঘেরূপ অনুবাদ করিলাম, সেইরূপই করিতে হয় । কিন্তু আমার বিবেচনায় মুসল ও লাঙ্গল যে সর্বদাই নরাকারে গড়িতে হইবে এমন নহে । কখন কোন প্রতিমায় মুসল লাঙ্গল নিজরূপে থাকিবে, কখন বা তাহারা নরাকারে গঠিত হইবে ।

উক্ত বচনে সঙ্কর্ষণের হস্তসংখ্যার উল্লেখ নাই, বরং দ্বিহস্ততার আভাস পাওয়া যায় । তবে চারি হাত হইলেও দুই হাতে শঙ্খ পদ্ম প্রভৃতির যে কোনটিকে রাখা যাইতে পারে । এই সঙ্কর্ষণ যেন বলরামের মত বলিয়া মনে হয় ।

প্রছায়

(চতুর্ভুজ)

(ক) প্রছায়ো দক্ষিণে বজ্রং<sup>১১</sup> শঙ্খং বামেধনুঃ করে ॥ ১২

বগদা \* \* \* \*

অগ্নিপুরাণ ৪৯ অঃ

প্রছায়ের এক দক্ষিণ হস্তে বজ্র ( বা চক্র ) ও অপর দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ ; এবং এক বাম হস্তে ধনু ও অপর বাম হস্তে গদা ।

(দ্বিভুজ)

(খ) \* \* নাভ্যাবৃতঃ<sup>১২</sup> প্রীত্যা প্রছায়ো বা ধনুঃশরী ॥ ১৩

অগ্নিপুরাণ ৪৯ অঃ



অথবা প্রজ্ঞানের দুই হাত। এক হাতে ধনুঃ ও অপর হাতে শর। তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন নাভি (?) বা রতি ও প্রীতি। “নাভ্যাবৃতঃ প্রীত্যা” বা “রত্নাবৃতঃ প্রীত্যা” এ অংশের অর্থ আমি বাহা করিলাম, তাহাই ঠিক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল।

(গ) বামুদেবস্বরূপেণ প্রজ্ঞামশ্চ তথা ভবেৎ।

স তু দুর্বাক্ষরশ্চামঃ সিতবাসা বিদীয়তে ॥

চক্রস্থানে ভবেচ্চাপো গদাস্থানে তথা শরম্।

তথাবিধৌ তৌ কর্তব্যৌ যথা মুসললান্গলৌ ॥

হেমাঙ্গি, ব্রতখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

প্রজ্ঞানের হাতে চক্র গদা থাকিবেন না, তাহার স্থানে থাকিবে ধনুঃ ও শর। কখনও কখনও এই ধনুঃশরকে সঙ্কর্ষণের মুসল-লান্গলের মত নরাকারে গড়িতে হইবে।

এখানেও চারি হাত থাকিলে অপর হস্তদ্বয়ে শঙ্খ পদ্ম প্রভৃতির যে কোন ছটিকে রাখা যাইতে পারে।

(ঘ) শাস্ত্রশ্চ গদাহস্তঃ প্রজ্ঞামশ্চাপভূং স্বরূপশ্চ।

অনয়োঃ স্ত্রিয়ৌ চ কার্যো খেটকনিস্ত্রিংশধারিণৌ ॥

বৃহৎ সংহিতা ৫৮ অঃ ৪০ শ্লো।

প্রজ্ঞাম চাপধারী ও নিস্ত্রিংশধারিণী পত্নীর সহিত অবস্থিত।

অনিকরুদ

এতদেব তথা রূপমনিকরুদশ্চ কারয়েৎ।

পদ্মপত্রাভবপুষো রক্তাঙ্গরধরশ্চ তু ॥

(১) চক্রম্। (২) গদা। (৩) রত্নাবৃতঃ।

চক্রস্থানে ভবেচ্চক্ষুঃ গদাস্থানেহসিরেব চ ।  
 চক্ষুঃ স্রাজ্জক্ৰরূপেণ প্রাঃশুঃ খড়্গাঃ বিধীয়তে ॥  
 চক্রাদীনাং স্বরূপাণি কিক্ৰিঃ পূৰ্ব্বং সূদৰ্শয়েৎ ।  
 রমাণ্যাম্বুধরূপাণি চক্রাদীন্তেব যাদব ॥  
 বামপার্শ্বগতাঃ কার্য্যা দেবানাং প্রবরা ধ্বজাঃ ।  
 স্পত্যাকাস্মতা রাজন্ বষ্টিস্থাস্তে যথেরিতম্ ॥  
 হেমাঙ্গি, ব্রতখণ্ড, ১ম অধ্যায় ।

ইহার সকল অংশের সূচাক বাখ্যা আমি করিতে পারিলাম না ; তবে স্থূলতঃ ইহার অর্থ এই যে, অনিরুদ্ধের বর্ণ পদ্মপত্রের বর্ণের মত হইবে ও বস্ত্র হইবে রক্তবর্ণের । ইনি চক্র গদার পরিবর্তে ধারণ করিবেন ঢাল ও তরোয়াল । ইহার বামপার্শ্বে ধ্বজপটবিশিষ্ট ধ্বজদণ্ড স্থাপিত থাকিবে ।

## বিশেষ-মূর্তি

(১) ত্রৈলোক্যমোহন বিষ্ণু

ত্রৈলোক্যমোহনস্তার্গ্যে অষ্টবাহুস্ত দক্ষিণে ॥ ১৯ ॥

চক্রং খড়্গাঃ চ মুঘলমঙ্কুশং বামকে করে ।

শঙ্খ শার্ঙ্গগদাপাশান্ পদ্মবীণাসমযিতে ॥ ২০ ॥

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী কার্ষ্যে বিশ্বরূপোহথ দক্ষিণে ।

অগ্নিপুராণ ৪৯ অঃ

এ বিষ্ণু গরুড়াকূট হইবেন এবং ইঁহার হাত হইবে আটটি।  
তাহার মধ্যে ইনি দক্ষিণহস্তচতুষ্টয়ে ধরিবেন চক্র খড়্গা মুষণ ও  
অক্ষুণ এবং বামহস্তচতুষ্টয়ে ধরিবেন শঙ্খ শাঙ্গ (ধনুঃ) গদা ও  
পাশ। ইঁহার সঙ্গে থাকিবেন পদ্মহস্তা লক্ষ্মী ও বীণাহস্তা সরস্বতী  
এবং তদতিরিক্ত দক্ষিণদিকে থাকিবেন বিশ্বরূপ।

## (২) হরিশঙ্কর বিষ্ণু

মুদগারঞ্চ তণা পাশং শক্তিশূলং শরং করে ॥ ২১

বামে শঙ্খঞ্চ শাঙ্গঞ্চ গদাং পাশঞ্চ তোমরম্।

লাঙ্গলং পরশুং দণ্ডং ছুরিকাং চর্য্যং ক্ষেপণম্ ॥ ২২

বিংশদ্বাল্লচতুর্কর্ত্ত্বে। দক্ষিণস্থেহং বামকে।

ত্রিনেত্রো বামপার্শ্বেন শয়িতো জলশায্যপি ॥ ২৩

শ্রিয়া ধৃতৈকচরণো বিমলাভাভিরীড়িতঃ।

নাভিপদ্মচতুর্কর্ত্ত্বে। হরিশঙ্করকো হরিঃ ॥ ২৪

শূলপ্তিধারী দক্ষেচ গদাচক্রধরো পদে।

রুদ্রকেশবলক্ষ্মাঙ্গো গৌরীলক্ষ্মীসমন্বিতঃ ॥ \* ২৫

অগ্নিপুরাণ ৪৯ অঃ

এ এক অদ্ভুতাকার বিষ্ণুমূর্তি। নাম হরিশঙ্কর। গ্লো-  
গুলির সকলস্থানে সূচাক্রমে ব্যাখ্যা হয় না। তবে মোটা-  
মুটি বুঝা যায় যে এই বিষ্ণুর চারি মুখ তিন চোখ ও বিশ  
হাত। বিশ হাতে বিশ রকম অস্ত্র; যথা মুদগার, পাশ, শক্তি,  
শূল, শর, শঙ্খ, শাঙ্গ, গদা, পাশ (পুনর্বার), তোমর,  
লাঙ্গল, পরশু, দণ্ড, ছুরিকা, চর্য্য, ক্ষেপণ, শূল, প্তি (দ্বিধারখড়্গা),

গদা (পুনর্বার) চক্র। ইহাদের স্থাপনার জন্ত শ্লোকে ‘বামে’ ‘বামকে’ ‘দক্ষিণস্থে,’ ‘দক্ষে’ ইত্যাদি শব্দ থাকিলেও তাহাদিগকে সংলগ্ন করা কঠিন। ইনি বামভাগে জলশায়িক্রমে অবস্থান করিবেন। লক্ষ্মী ইহার পা টিপিয়া দিতে থাকিবেন এবং বিমলা প্রভৃতি মাতৃগণ ইহার স্তব করিতে থাকিবেন। ইহার নাভি পদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপত্ত অবস্থায় থাকিবেন। এবং গৌরীসম্মত রুদ্র ও লক্ষ্মীসম্মত কেশব ইহার পদপ্রান্তে অবস্থান করিবেন (?)।

( ৩ )

লক্ষ্মীনারায়ণ বিষ্ণু (ক)

শ্রিয়ং বামোরুজ্জ্বাংস্তাং শ্লিষ্যন্তীং পাণিনি পতিম্ ॥

সাক্ষচামরকরাং পীনং শ্রীবৎসকৌস্তভারিতাম্ ॥ ১৮

মালিনং পীতবস্ত্রকং চক্রাঙ্ঘ্রাঢ্যং হরিং যজ্ঞেৎ ।

অগ্নিপুরাণ ৩০৬ অধ্যায়

এ মূর্তি উপবিষ্ট মূর্তি। ইহাতে বিষ্ণুর কম্বটী হাত থাকিবে তাহার উল্লেখ নাই; তবে চক্রাঙ্ঘ্রাঢ্য বলায় যেন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সবই বুঝায়; সূতরাং চারি হাত হওয়াই সম্ভব। লক্ষ্মীর হাতে পদ্ম ও চামর এবং তিনি ভগবানের বামোরুর উপর উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিবেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ (খ)

শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণিনং দিব্যরূপিণম্ ॥ ৪২

বামাক্ষস্থশ্রিয়া সার্কং পূজয়েৎ প্রযতঃ শুচিঃ ।

পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ২২৫ অঃ

## লক্ষ্মীনারায়ণ (গ)

লক্ষ্মীনারায়ণো কার্ষ্যো সংযুক্তো দিবাক্রপিণো ।

দক্ষিণস্থা বিভোমূর্তিলক্ষ্মীমূর্তিস্ত বামতঃ ॥

দক্ষিণঃ কণ্ঠলগ্নোহস্তা বামো হস্তঃ সরোজভৃৎ ।

বিভোবামকরো লক্ষ্ম্যাঃ কুক্ষিভাগস্থিতঃ সদা ॥

সৰ্বাবয়বসম্পূর্ণা সৰ্বালঙ্কারভূষিতা ।

সুষ্ঠুনেত্রকপোলাস্যা রূপযৌবনসংযুতা ॥

সিদ্ধিঃ কার্য্যা সমীপস্থা চামরগ্রাহিনী শুভা ।

কর্তব্যং বাহনং সব্যে দেবাবধোভাগগং সদা ॥

শঙ্খচক্রধরো তস্য দ্বৌ কার্ষ্যৌ পুরুষৌ পুরঃ ।

বামনো হার-কেয়ুর-কিরীট-মণিভূষণো ॥

উপাসকৌ সমীপস্থৌ প্রভোব্রহ্মশিবাত্মকৌ ।

রসনাং যোগপট্টঞ্চ শিখামঞ্জলিস্থিতৌ ॥

হেমাঙ্গি, ব্রতধণ্ড, ১ অধ্যায় ।

লক্ষ্মী এবং নারায়ণের মূর্তি পরস্পর সংলগ্ন করিতে হইবে ।

দক্ষিণ ভাগে থাকিবে নারায়ণের মূর্তি, বামদিকে থাকিবে লক্ষ্মীর । লক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত নারায়ণের কণ্ঠলগ্ন থাকিবে এবং বামহস্তে থাকিবে পদ্ম । নারায়ণের বামকর লক্ষ্মীর কুক্ষিভাগ আল্লেখ্য থাকিবে । সিদ্ধিনায়ী সুযুধী সুলোচনা সৰ্বালঙ্কার ভূষিতা স্বরূপা পূর্ণাঙ্গী যুবতী চামরগ্রাহিনীরূপে তাঁহাদের সম্মুখে থাকিবে । গরুড় থাকিবে ভগবানের বামদিকে নিম্নপ্রদেশে । শঙ্খধারী ও চক্রধারী দুইটি খৰ্কাকৃতি পুরুষ তাঁহাদের সম্মুখে থাকিবে ; পুরুষদ্বয় হার কেয়ুর কিরীট ও মণি (কৌস্তভ-

মণি ) দ্বারা বিভূষিত থাকিবে । এবং ব্রহ্মা ও শিব উপাসকরূপে  
তাহার সমীপে কোমরে রসনা ও যোগপট্ট ও মস্তকে শিখা ও  
অঞ্জলি বাঁধিয়া অবস্থান করিবেন ।

#### (৪) নারায়ণ

দিব্যো নারায়ণঃ শ্রীমানাসীনঃ পঙ্কজাসনে ॥ ৭১

তস্য দক্ষিণপার্শ্বে চ জগন্মাতা হিরণ্ময়ী ।

সর্বলক্ষণসম্পন্না দিব্যমালাবিভূষণা ॥ ৭২

বসুপাত্রং মাতুলুঙ্গং স্বর্ণপদ্মং ধৃতং কঠৈঃ ।

বামতঃ পৃথিবী দেবী নীলোৎপলদলহ্র্যতিঃ ॥ ৭৩

নানালঙ্কারসংযুক্তা বিচিত্রাশ্বরভূষিতা ।

সকৃতং চোৰ্দ্ধ্বাহুভ্যাং রমাং রক্তোৎপলদ্বয়ং ॥ ৭৪

ইতরাভ্যাং ধৃতং দেব্যা ধাতুপাত্রযুগং তথা ।

গৃহীত্বা চামরান্ দিব্যান্ শক্তয়ো বিমলাদয়ঃ ॥ ৭৫

পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ২৫৭ অঃ

নারায়ণাভিধ বিষ্ণু পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া থাকিবেন ।  
তাহার দক্ষিণপার্শ্বে থাকিবেন স্বর্ণপদ্ম, মাতুলুঙ্গফল ( লেবু ) ও  
বসুপাত্রধারিণী লক্ষ্মী, বামে থাকিবেন পৃথিবী । পৃথিবীর  
উর্দ্ধ বাহুদ্বয়ে থাকিবে রক্তোৎপলদ্বয় ও অপর হস্তদ্বয়ে ধাতুপাত্রদ্বয় ।  
অপরপর বিমলাদি শক্তির চামর হাতে করিয়া থাকিবেন ।

#### (৫) যোগস্বামী

পদ্মাসনসমাসীনঃ কিঞ্চিন্নীলিতলোচনঃ ।

ষোণাগ্রে দত্তবৃত্তিচ্চ স্বেতপদ্মোপরি স্থিতঃ ॥

বামদক্ষিণগৌ হস্তৌ উত্তানাবেকভাগগৌ ।

তৎকরদ্বয়পার্শ্বে পঙ্কেকহমহাগদে ॥

উর্দ্ধে করদ্বয়ে তস্য পাঞ্চজন্মঃ সূদর্শনঃ ।

যোগস্বামী স বিজ্ঞেয়ঃ পূজ্যো মোক্ষার্থিযোগিভিঃ ॥

হেমাঙ্গি, ব্রতখণ্ড, ১ অধ্যায় ।

নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ পূর্বক দ্বিষৎ চক্ষু মুদ্রিত করতঃ ইনি শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্ট থাকিবেন । ইহার চারি হাতের এক ভাগের বাম দক্ষিণ হস্ত উত্তান থাকিবে ( এই হস্তদ্বয় নিম্নে বাম ও দক্ষিণ ) ; এবং তাহাদের পার্শ্বে থাকিবে পদ্ম ও গদা । তাহার উর্দ্ধভাগের হস্তদ্বয়ে থাকিবে শঙ্খ ও চক্র । ইহার নাম যোগস্বামী । ইনি মোক্ষাভিলাষী যোগিদগের পূজ্য ।

#### (৬) লোকপাল

একবক্ত্রে দ্বিবাছ চ গদাচক্রধরঃ প্রভুঃ ।

হেমাঙ্গি, ব্রতখণ্ড, ১ অধ্যায় ।

ইনি দ্বিবাছ একবদন ও গদাচক্রধারী ।

#### সাধারণ বিষ্ণু মূর্তি

এই বিষ্ণুর অর্থ চতুর্বিংশতিপ্রকার বিষ্ণুমূর্তির অন্তর্গত বিষ্ণু নহে । ইহার অর্থ ব্রাহ্মণদিগের প্রসিদ্ধ ত্রিমূর্তির অন্ততম—ঐহার নাম বিষ্ণু । ইনি কখন অষ্টহস্ত, কখন চতুর্হস্ত, কখন বা দ্বিহস্ত মূর্তিতে বর্ণিত হইয়া থাকেন । ইহার সম্বন্ধে বরাহমিহির বলিয়াছেন—

কার্যোহষ্টভূজো ভগবাংশচতুর্ভূজো দ্বিভূজ এব বা বিষ্ণুঃ ।

পুরাণাদিঃ সমস্ত নির্দ্ধারণ অপেক্ষা বরাহমিহিরের সমস্ত অনেকটা নিশ্চিতরূপে নিরূপিত ; সুতরাং খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী বরাহমিহিরের

জ্ঞানে আমাদের বিষ্ণু অষ্টভুজ চতুর্ভুজ বা বিভুজরূপে বিরাজ করিতেন। বরাহমিহির তাঁহার রূপসম্বন্ধে বলেন—

শ্রীবৎসাক্তিবক্ষাঃ কোন্তভমণিভূষিতোরঙ্গঃ ॥ ৩১ ॥

অতসীকুসুমশ্রামঃ পীতাদ্বরনিবসনঃ প্রসন্নমুখঃ ।

কুণ্ডলকিরীটধারী পীনগলোরঃস্থলাংসভূজঃ ॥ ৩২ ॥

খড়্গা-গদা-শর-পাণির্দক্ষিণতঃ শান্তিদশচতুর্থকরঃ ।

বামকরেষু চ কামূর্কথেটকচক্রাণি শঙ্খাশ্চ ॥ ৩৩ ॥

অথচ চতুর্ভুজমিচ্ছন্তি শান্তিদ একো গদাধরশতাশ্রয়ঃ ।

দক্ষিণপার্শ্বে হেবং বামে শঙ্খাশ্চ চক্রাশ্চ ॥ ৩৪ ॥

দ্বিভুজস্য তু শান্তিকরো দক্ষিণহস্তোহপরশ্চ শঙ্খধরঃ ।

এবং বিষয়োঃ প্রতিমা কর্তব্য ভূতিমিচ্ছন্তিঃ ॥ ৩৫ ॥

বৃহৎ-সংহিতা ৫৮ অঃ

বরাহমিহির বলেন অষ্টভুজ বিষ্ণুর হাতে \* দক্ষিণাবর্তে থাকিবে—

১। সর্বাদ্বাদক্ষিণ, তদুপরিদক্ষিণ, তদুপরিদক্ষিণ, তদুপরিদক্ষিণ .

খড়্গা	গদা	শর	অভয়মুদ্রা
সর্বোপরিবাম,	তদধোবাম,	তদধোবাম,	তদধোবাম
কামূর্ক	থেটক	চক্র	শঙ্খ

২। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর হাতে

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
অভয়মুদ্রা	গদা	শঙ্খ	চক্র

\* মূলের “দক্ষিণতঃ” শব্দের দক্ষিণ হইতে এইরূপ অর্থ বুঝিয়াই দক্ষিণাবর্তে বলিলাম। “দক্ষিণতঃ” র অর্থ দক্ষিণস্থও হইতে পারে; সুতরাং খড়্গাদিস্থাপনের উপরি লিখিত ক্রমের উপর কোন দৃঢ় যুক্তি নাই।



৩। দ্বিভুজ বিষ্ণুর হাতে

দক্ষিণ

বাম

অভয়মুদ্রা

শঙ্খ

অলঙ্কারের মধ্যে বুকে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তভমণি, পরিধানে পীতবাস কর্ণে কুণ্ডল ও মাথায় কিরীট।

বরাহমিহিরের বর্ণনায় বিষ্ণুর হস্তে পদ্ম দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পদ্মাদর্শনে মনে হয় বিষ্ণু যে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী বলিয়া আমাদের দেশের আজকালকার সাধারণ জ্ঞান, হয়ত ষষ্ঠ শতাব্দে তাহা ছিল না। আরও একটি প্রাচীন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিতে পদ্মের অনবস্থান দেখিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে যে বিষ্ণুহস্তে পদ্মের স্থান বহু পূর্বে ছিল না। এটা কানিংহাম সাহেবের সংগৃহীত নিকোলো নামক খনিজ পদার্থের মুদ্রায় ক্ষোদিত মূর্তি; তাহার নিম্ন দক্ষিণ হস্তে গদা ও উর্দ্ধ দক্ষিণে বলয়াকার একটি বস্তু, বামোর্ধ্বে শঙ্খ ও বামাদোহস্তে চক্র। বলয়াকার বস্তুটা সম্ভবতঃ বৈজয়ন্তীমালা। ঐ মুদ্রা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (Cunningham, Numismatic Chronicle, 1893, p. 126, pl. x দ্রষ্টব্য)

তাহার পর পুরাণাদিতে এই বিষ্ণুর অনেক প্রকার রূপবর্ণনা দেখা যায়। যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই প্রবন্ধে তাহা সন্নিবেশিত হইল। পুরাণের বর্ণনানুসারেও তাঁহাকে অষ্টভুজ ষড়্ভুজ চতুর্ভুজ দ্বিভুজ এবং একাকী, সঙ্গিসহিত, সালঙ্কার, সায়ুধ, গরুড়োপরিস্থিত বলিয়াও বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

( ১ )

শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং মুসলং খড়্গাশাঙ্গকে ।  
 বনমালাবিতং দিক্ণু বিদিক্ণু চ যজ্ঞেং ক্রমাং ॥ ১৫  
 অভার্চা চ বহিস্তার্ক্যাং দেবস্ত পুরতোহর্চয়েং ।  
 বিশ্বক্সেনঞ্চ সোমেশং মধ্যে আবরণাদ্ বহিঃ ।  
 ইন্দ্রাদিপরিচারেণ পূজ্য-সৰ্ব্বমবাপুয়াং ॥ ১৬

অগ্নিপুরাণ ৩০২ অঃ

অর্থাৎ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মুসল খড়্গা শাঙ্গধনু বনমালা  
 বিষ্ণুর অস্ত্র ও ভূষণ, এবং গরুড় বিশ্বক্সেন ও সোমেশ তাঁহার  
 সঙ্গী । ইঁহার সর্বাই পূজ্য পাইয়া থাকেন ।

( ২ )

.....পীঠে পদ্মস্থং গরুড়োপরি ।  
 সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরং প্রাপ্তবয়োলাবণাঘোবনং ॥ ১৩ ।  
 মদাঘূর্ণিততাম্রাক্ষমুদারং স্মরবিহ্বলং ।  
 দিব্যামাল্যাস্থরালেপভূষিতং সস্মিতাননম্ ॥ ১৪  
 বিষ্ণুং নানাবিধানেকপরিবারপরিচ্ছদং ।  
 লোকানুগ্রহণং সৌম্যং সহস্রাদিত্যতেজসং ॥ ১৫  
 পঞ্চবাণধরং ১ প্রাপ্তকটৈক্ষুং দ্বিচতুর্ভুজং ।  
 দেবস্ত্রীভির্বৃতং দেবীমুখাসক্তৈক্ষুং জপেং ॥ ১৬  
 চক্রং শঙ্খং ধনুঃ খড়্গাং গদাং মুসলমক্ষুশং ।  
 পাশঞ্চ বিভ্রতং চার্চেদাবাহাদিবিসর্গতঃ ॥ ১৭

অগ্নিপুরাণ ৩০৬ অধ্যায় ।

(১) “প্রাপ্তকটৈক্ষুং” পদটির অর্থ গোল আছে । পাঠে কিছু গোল হইয়া থাকিবে ।

ইনি পদ্মস্থ বা গরুড়স্থ সর্বাঙ্গসুন্দর লাবণ্যময় যুবা । ইনি  
মদাঘূর্ণিতলোচন, স্মরবিহ্বল, দিব্যমালা দিব্যবস্ত্র ও দিব্যবিলেপনে  
বিভূষিত ও স্নিতমুখ । ইহার নানাবিধ পরিবার ও নানাবিধ  
পরিচ্ছদ । ইনি লোকানুগ্রাহক সৌম্যমূর্তি আবার সহস্রাদিত্য-  
তুল্য তেজস্বী । ইনি পঞ্চবাণধর যেন সাক্ষাৎ কাম । ইনি  
কখন দ্বিহস্ত কখন চতুর্হস্ত । দেবদ্রীগণ ইহাকে বেষ্টন করিয়া  
থাকেন । ইনি দেবীর (লক্ষ্মীর) দিকে লোলদৃষ্টি । ইহার অস্ত্র—  
চক্র শঙ্খ ধনু খড়্গা গদা মুষল অক্লুশ ও পাশ । ইত্যাদিরূপে  
ইনি আবাহন হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত পূজিত হইয়া থাকেন ।

( ৩ )

গদাশঙ্খধরাসিচক্রধৃক্ । ৩৯ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ৪র্থ অধ্যায় ।

( ৪ )

শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গ বরাসিধরমচ্যুতম্ ।

কিন্নীটিনং..... ॥ ৪৫

বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ১২শ অধ্যায় ।

( ৫ )

বিভর্তি কৌস্তভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৬৭

শ্রীবৎসসংস্থানধরমনন্তে চ নমাপ্রিতং ।

প্রধানং বুদ্ধিরপ্যাস্তে গদারূপেণ মাধবে ॥ ৬৮

ভূতাদিমিদ্ভিষাদিঞ্চ দ্বিধাহঙ্কারমীশ্বরঃ ।

বিভর্তি শঙ্করূপেণ শাঙ্গরূপেণ চ স্থিতং ॥ ৬৯

বলস্বরূপমত্যন্তং অবনাস্তুরিতানিলং ।

চক্রস্বরূপঞ্চ মনো ধত্তে বিষ্ণুঃ করে স্থিতং ॥ ৭০

পঞ্চরূপা তু সা মালা বৈজয়ন্তী ১ গদাভূতঃ ।

সা ভূতহেঁতুসংঘাতভূতমালা চ বৈ দ্বিজ ॥ ৭১

যানীজ্জিয়াণ্যশেষাণি বুদ্ধিকর্মাশ্রয়কানি তু ।

শররূপাণ্যশেষাণি তানি ধত্তে জনার্দিনঃ ॥ ৭২

বিভক্তিঁ যচ্চাসিরত্নমচ্যুতোহত্যন্তনির্ম্মলং ।

বিদ্যাময়ন্ত তজ্জ্ঞানমবিদ্যাচর্ম্মসংস্থিতং ॥ ৭৩

বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ২২শ অধ্যায়

উল্লিখিত তিন প্রকার বিষ্ণুপুরাণোক্ত বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই, বিষ্ণু কখন চতুর্ভুজে গদা, শঙ্খ, অসি ও চক্র ধারণ করিয়া থাকেন । কখন ষড়্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা, শাপ, বর ( অভয়-মুদ্রা ) ও অসি ধারণ করিয়া থাকেন ।

কখনও অষ্টভুজে গদা, শঙ্খ, শাপ, চক্র, বৈজয়ন্তী মালা ( ? ) শর, অসি, ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া থাকেন ।

বিষ্ণুপুরাণের উপরিউক্ত বর্ণনায় ইহা জানা যায় যে গদা, শঙ্খ, শাপ, চক্র, বৈজয়ন্তী মালা, শর, অসি, চর্ম্ম, ও বর বিষ্ণুর হাতে স্থান পায় । ইহাদের মধ্যে কোন দুইটি, চারিটি, ছয়টি বা আটটি, বস্তু দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ ষড়্ভুজ বা অষ্টভুজ বিষ্ণুর হাতে দেখা যাইতে পারে ।

এখন আশ্চর্য্য দেখুন বিষ্ণুপুরাণের এ সব স্থানে বিষ্ণুর হাতে পদ্মের কথাই উল্লেখ নাই । তবে উল্লেখ আছে একস্থানে, যেখানে

(১) এখানকার এই বৈজয়ন্তী মালা ঘটত প্লোকটী বিষ্ণুর হস্তস্থিত বস্তুনিচয়ের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গ বর্ণিত হওয়ায় আমার বোধ হয় উহা গলদেশের মালা নহে ; তিনি হাতে করিয়াই বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করেন । এবং কানিংহাম সংগৃহীত নিকোলোর মুদ্রায় ক্ষোদিত বিষ্ণুমূর্ত্তির এক হস্তের বলয়াকার দ্রব্য খুব সম্ভব সেই বৈজয়ন্তী ।

বিষ্ণুপুরাণ বিষ্ণুরূপধারী পৌণ্ড্রকবাসুদেবনামক রাজার উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

চক্রহস্তং গদাধঃপাভং পাণিগতাস্থং । ৯৬

বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অংশ ৩৪ অঃ ।

এখন ইহা বলিলেও বলা যাইতে পারে যে বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে বিষ্ণুর হাতে যখন পদ্মের কথা নাই, তখন পঞ্চমাংশের উপাখ্যানে পদ্মের কথা প্রাচীন নাও হইতে পারে।

(৬) বিষ্ণোস্তাবৎ প্রবক্ষ্যামি বাবদ্রুপং প্রশস্ততে ।

শঙ্খচক্র-ধরং শাস্ত্রং পদ্ম-হস্তং গদা-ধরং ॥৪

কচিদষ্টভূজং বিদ্যাচতুর্ভূজমথাপরং ।

দ্বিভূজশ্চাপি কর্তব্যো ভবনেষু পুরোধসা ॥ ৬

দেবশ্রাষ্টভূজশ্রাস্ত যথাস্থানং নিবোধত ।

খড়্গো গদা শরঃ পদ্মং দেয়ং দক্ষিণতো হরেঃ ॥৭

ধনুশ্চ খেটকং চৈব শঙ্খচক্রে চ বামতঃ ।

চতুর্ভূজশ্চ বক্ষ্যামি যথৈবায়ুধসংস্থিতিং ॥৮

দক্ষিণেন গদাপদ্মং বাসুদেবশ্চ কারয়েৎ ।

বামতঃ শঙ্খচক্রে চ কর্তব্যো ভূতিমিচ্ছতা ॥৯

কৃষ্ণাবতারে তু গদা বামহস্তে প্রশস্ততে ।

যথৈচ্ছয়া শঙ্খচক্রে চোপরিষ্ঠাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥১০

অধস্তাৎ পৃথিবী তস্ত কর্তব্যো পাদমধ্যতঃ ।

দক্ষিণে প্রণতং তদ্বদ্ গুরুঅস্তং নিবেশয়েৎ ॥১১

বামতস্ত ভবেৎ লক্ষ্মীঃ পদ্মহস্তা শুভাননা ।

গুরুঅনগ্রতো বাপি সংস্থাপ্যো ভূতিমিচ্ছতা ॥১২

ত্রীশ পুষ্টিশ্চ কর্তব্যো পার্শ্বয়োঃ পদ্যসংযুতে ।

মৎস্তপুরাণ ২৫৮ অধ্যায় ।

এইবার মৎস্তপুরাণে বিষ্ণুর হাতে পদ্য পাওয়া যায় । মৎস্ত-  
পুরাণের মতেও বিষ্ণু কখন অষ্টভূজ কখন চতুভূজ কখন বা  
দ্বিভূজ নির্মিত হইয়া থাকেন । মৎস্তপুরাণের মতে নিম্নলিখিত  
বস্তু বিষ্ণুর হাতে থাকে ও নিম্নলিখিত দেবদেবীগণ সঙ্গে  
থাকেন ।

বিষ্ণুহস্তে—শঙ্খ, চক্র, পদ্য, গদা, খড়্গ, শর, ধনুঃ, খেটক ।

বিষ্ণুসঙ্গে নিম্নে পাদমধ্যে ( ? ) পৃথিবী, দক্ষিণে প্রণত গরুড়,  
বামে পদ্যহস্তা লক্ষ্মী ; কিম্বা সম্মুখে গরুড় ও এক এক পার্শ্বে  
পদ্যহস্তা ত্রী ও পুষ্টি ।

(৭) শঙ্খচক্রাসিগদাধরায় । ১৩

মৎস্তপুরাণ ৫৪ অঃ ।

এইখানে মৎস্তপুরাণ চতুভূজ বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ, চক্র, অসি ও  
গদা দিয়াছেন । পদ্য দেন নাই ।

(৮) দেবদেবং তথা বিষ্ণুং কারয়েদ্ গরুড়স্থিতম্ ।

কৌস্তভোদ্যাসিতোরঙ্গং সর্বাভরণধারিণম্ ॥

সজ্জাশ্বদসচ্ছায়ং পীতদিব্যাস্বরং তথা ।

মুখাশ্চ কার্য্যাশ্চভারো বাহবো দ্বিগুণাস্তথা ॥

সৌম্যেন্দবদনং পূর্কঃ নারসিংহস্ত দক্ষিণম্ ।

কপিলং পশ্চিমং বক্ত্রং তথা বারাহমুত্তমম্ ॥

তস্ত দক্ষিণহস্তেষু বালার্কমুসলাভয়াঃ ।

চৰ্মসীৰবরাবিন্দুচাপে চ বনমালিনঃ<sup>১</sup> ॥

কাৰ্য্যাণি বিষ্ণোৰ্ধৰ্ম্যজ্ঞ বামহস্তেধনুক্ৰমাৎ ।

হেমাদ্ৰি, ব্রতখণ্ড, ১ম অঃ ।

ইহার পাঠ সৰ্বত্র সুবিশুদ্ধ নহে : সৌম্যোন্দবদনং খুব সম্ভব সৌম্যোন্দুবদনং এবং বারাহমুত্তমম্ খুব সম্ভব বারাহমুত্তরম্ হইবে ।

এই বিষ্ণুর চারি মুখ আট হাত এবং ইনি গরুড়াকূট । ইহার পূৰ্ব দিকের মুখের রূপ সৌম্যোন্দু, দক্ষিণ দিকের নারসিংহ, পশ্চিমের কপিল ও উত্তরের রূপ বারাহ । তাঁহার দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে থাকিবে বালার্ক ( অর্থাৎ বালহর্য্যের মত দীপ্তিশালী চক্র ? ) মুসল অভয় ও চৰ্ম্ম ( ঢাল ) এবং বামহস্ত চতুষ্টয়ে থাকিবে ণাজল, বরমুদ্রা, ইন্দু ( অর্থাৎ চন্দ্ৰের মত শুভ্র শব্দ ? ) ও ধনু । ইহার বক্ষে কোস্তভ থাকিবে এবং ইনি সৰ্ব্ববিধ ভূষণে ভূষিত, থাকিবেন ।

এখানে বালার্ক ও ইন্দুর অর্থ চক্র ও শব্দ করিলাম সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তকে ঐরূপ লেখা আছে বলিয়া ।

অগ্নিপুৰাণ পদ্মপুৰাণ ও সিদ্ধার্থ সংহিতা অনুসারে—

চতুর্বিংশতি-মূর্তির নাম ও রূপ ।

নাম দক্ষিণাধঃ দক্ষিণোৰ্দ্ধ বামোৰ্দ্ধ বামাধঃ প্রমাণ-গ্রন্থ

১। কেশব পদ্ম শঙ্খ চক্র গদা- অগ্নি, পদ্ম

(১) মুদ্রিত হেমাদ্রির মূলে আছে—“চৰ্মসীৰবরাবিন্দু বামে চ বনমালিনঃ,” এবং নিম্নে পাঠান্তররূপে “বামে চ” স্থলে “চাপে চ” বলিয়া ধরা আছে । আমি এখানে পাঠান্তরের পাঠকেই মূলের পাঠরূপে গ্রহণ করিলাম । কারণ ইহা চাপে না হইয়া বামে হইলে আবার বামহস্তেই এই পদের অর্থ হয় না এবং আট হাতের আটটা ত্র্যম্বক পাওয়া যায় না ।

নাম দক্ষিণাধঃ দক্ষিণোৰ্দ্ধ বামোৰ্দ্ধ বামাধঃ প্রমাণ-গ্রহ

- ২। নারায়ণ } শঙ্খ পদ্ম গদা চক্র...অগ্নি, পদ্ম  
 „ } পদ্ম শঙ্খ গদা চক্র...সিদ্ধার্থ
- ৩। মাধব গদা চক্র শঙ্খ পদ্ম ..অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
- ৪। গোবিন্দ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ... ” ” ”
- ৫। বিষ্ণু } গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র...অগ্নি, পদ্ম  
 „ } শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র.. সিদ্ধার্থ
- ৬। মধুসূদন } শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা...অগ্নি  
 „ } চক্র শঙ্খ .পদ্ম গদা...পদ্ম, সিদ্ধার্থ
- ৭। ত্রিবিক্রম } পদ্ম গদা চক্র শঙ্খ...অগ্নি, পদ্ম  
 „ } পদ্ম গদা শঙ্খ চক্র...সিদ্ধার্থ
- ৮। বামন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ..অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
- ৯। শ্রীধর পদ্ম চক্র শঙ্খ গদা শঙ্খ ..অগ্নি  
 বা গদা  
 গদা চক্র পদ্ম শঙ্খ...পদ্ম  
 পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ...সিদ্ধার্থ
- ১০। ভূধীকেশ } গদা চক্র পদ্ম শঙ্খ...অগ্নি, সিদ্ধার্থ  
 „ } পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ...পদ্ম
- ১১। পদ্মনাভ } শঙ্খ পদ্ম চক্র গদা...অগ্নি, সিদ্ধার্থ  
 „ } চক্র পদ্ম শঙ্খ গদা...পদ্ম
- ১২। দামোদর } পদ্ম শঙ্খ গদা চক্র...অগ্নি, পদ্ম  
 „ } পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ...সিদ্ধার্থ



- ১৩। বাসুদেব } গদা শঙ্খ চক্র পদ্ম...অগ্নি, সিদ্ধার্থ  
 " } পদ্ম চক্র শঙ্খ গদা..পদ্ম
- ১৪। সঙ্কর্ষণ গদা শঙ্খ পদ্ম চক্র...অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
- ১৫। প্রহ্লাদ } গদা চক্র শঙ্খ পদ্ম ..অগ্নি  
 " } পদ্ম শঙ্খ চক্র গদা...পদ্ম  
 " } চক্র শঙ্খ গদা পদ্ম...সিদ্ধার্থ
- ১৬। অনিরুদ্ধ চক্র গদা শঙ্খ পদ্ম...অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
- ১৭। পুরুষোত্তম চক্র পদ্ম শঙ্খ গদা... " " "
- ১৮। অধোক্ষজ পদ্ম গদা শঙ্খ চক্র... " " "
- ১৯। নৃসিংহ } চক্র পদ্ম গদা শঙ্খ...অগ্নি  
 " } অসি পদ্ম গদা শঙ্খ...পদ্ম  
 " } চক্র পদ্ম শঙ্খ • ...সিদ্ধার্থ
- ২০। অচ্যুত গদা পদ্ম চক্র শঙ্খ...অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
- ২১। উপেন্দ্র } শঙ্খ গদা চক্র পদ্ম...অগ্নি (পদ্মপুরাণে  
 " } পদ্ম গদা চক্র শঙ্খ...সিদ্ধার্থ  
 " } পদ্ম গদা চক্র শঙ্খ...সিদ্ধার্থ
- ২২। জনার্দন পদ্ম চক্র শঙ্খ গদা...অগ্নি, সিদ্ধার্থ (পদ্ম-  
 পুরাণে উল্লেখ নাই)
- ২৩। হরি } শঙ্খ পদ্ম চক্র গদা...অগ্নি (পদ্মপুরাণে  
 " } শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা...সিদ্ধার্থ  
 " } শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা...সিদ্ধার্থ
- ২৪। কৃষ্ণ শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র...অগ্নি, পদ্ম (সিদ্ধার্থ-  
 সংহিতায় উল্লেখ নাই)

অগ্নিপুৰাণ, পদ্মপুৰাণ ও সিদ্ধার্থ-সংহিতা অনুসারে শঙ্খাদি-  
ধারণে সদৃশ অথচ নামে বিসদৃশ মূর্তির তালিকা এইরূপ হইবে :

প্রহ্লাদ, কেশব ও মাধব

অধোক্ষত্র, ত্রিবিক্রম ও উপেন্দ্র

শ্রীধর, দামোদর, নারায়ণ ও হৃষীকেশ

মধুসূদন, হরি, পদ্মনাভ ও পুরুষোত্তম

বাসুদেব ও জনার্দন

চতুর্মূর্তির বিভিন্ন রূপ নিম্নোক্ত রূপ হইবে :—

বাসুদেব

(ক) বাসুদেব :—গরুড়াকূট, চতুর্ভুজ ( দক্ষিণাধঃ পদ্ম, দক্ষিণোর্ধ্ব  
গদা, বামোর্ধ্ব চক্র, বামাধঃ শঙ্খ ) বামকক্ষের  
নিম্নে বাণপূরিত তুণীর, দক্ষিণ কক্ষের নিম্নে  
কোমল খড়্গ ও ধনুক । মস্তকে কিরীট,  
কর্ণে কুণ্ডল, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কোমলভ-  
মণি । গলায় আজানুলম্বিনী স্বর্ণমালা ।  
দক্ষিণে শ্রীদেবী, বামে সরস্বতী ।

(খ) „ (ক) বাসুদেবের মত সকলই, কেবল দক্ষি-  
ণাধঃ গদা, দক্ষিণোর্ধ্ব পদ্ম, বামোর্ধ্ব শঙ্খ,  
বামাধঃ চক্র এইমাত্র প্রভেদ ।

(গ) „ দক্ষিণাধঃ • দক্ষিণোর্ধ্ব গদা, বামোর্ধ্ব চক্র,  
বামাধঃ পদ্ম । পার্শ্বচর ব্রহ্মা ও ঈশ  
( মহাদেব ) ।

(ঘ) বামুদেব :—দক্ষিণাধঃ পদ্ম, দক্ষিণোর্ধ্বে চক্র, বামোর্ধ্বে শঙ্খ, বামাধঃ গদা। পদ্মহস্তা শ্রী ও বীণাহস্তা পুষ্টি তাঁহার পার্শ্বচারিণী। এই পার্শ্বচারিণীরা আকারে মূলদেবতার উরুদেশ মাত্র উচ্ছ্রিত হইবেন।

(ঙ) „ দক্ষিণাধঃ পদ্ম, দক্ষিণোর্ধ্বে চক্র, বামোর্ধ্বে শঙ্খ, বামাধঃ গদা। (অন্ত বিশেষ কোন বিষয়ের উল্লেখ না থাকায় এই বামুদেব অগ্নিপূরণ ও সিদ্ধার্থসংহিতানুসারে জনা-র্দিনও হইতে পারেন।)

(চ) „ দক্ষিণহস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম, বামহস্তদ্বয়ে গদা ও চক্র। উর্দ্ধাধঃ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ নাই। বিশেষতঃ এই যে ইহার চক্র পদ্মের উপরে ও চক্রটা সূর্য্যাবিহ্নের মত উজ্জ্বল ও গোলাকার। শঙ্খ হেমরত্নে বিভূষিত থাকিবে।

(ছ) „ দ্বিহস্ত। একহাতে শঙ্খ, অপরহস্ত বরদ।

(জ) „ চতুর্ভুজ। এক দক্ষিণহস্তে প্রফুল্ল পদ্মজ, অপর দক্ষিণহস্ত দেবমুখনিরীক্ষণকারিণী চামরধারিণী সুন্দরী জ্যোতির্মুখধারিণী গদা দেবীর মস্তকে অবস্থাপিত। এক বামহস্তে শঙ্খ, অপর বামহস্ত দেববীক্ষণতৎপর চামরধর বৃত্তবিক্ষারিতেক্ষণ লম্বোদর পুরুষমুখিধর চক্র দেবের মস্তকে অবস্থাপিত। ইহার পদ-

দ্বয়ের মধ্যে থাকিবেন জ্বরূপধারিণী পৃথিবী, তিনি তাঁহার হস্ততলদ্বয়ে ভগবানের পদদ্বয় ধারণ করিয়া থাকিবেন। ভগবান্ স্বয়ং ধারণ করিবেন কুণ্ডল, অঙ্গদ, কোম্পিত, কিরীট, আজানুলম্বী কটিবাস, আজানুলম্বিনী বনমালা ও নাভিদেশলম্বী যজ্ঞোপবীত।

### সঙ্কর্ষণ

সঙ্কর্ষণ :—চতুর্ভুজ। শঙ্খ, পদ্ম, মুসল ও লাক্ষ্মণ। কখন বা (জ) বামুদেবের চক্র গদার নরনারী মূর্তির শ্রায় মুসল ও লাক্ষ্মণ নররূপে নির্মিত হইবে। দ্বিভুজও হইতে পারেন; দ্বিভুজস্থলে শঙ্খ পদ্ম থাকিবে না।

### প্রহ্লাদ

- (ক) প্রহ্লাদ :—চতুর্ভুজ। দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বজ্র বা চক্র ও শঙ্খ বামহস্তদ্বয়ে ধনু ও গদা।
- (খ) „ দ্বিভুজ। হস্তদ্বয়ে ধনু ও শর। পার্শ্বচারিণী হুটী জ্বরূপে নাভি বা রতি ও প্রীতি।
- (গ) „ দ্বিভুজ। হস্তদ্বয়ে ধনু ও শব বা পার্শ্বদ্বয়ে উভয়ের নরমূর্তি। চতুর্ভুজ হইলে অপর হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম। -
- (ঘ) „ দ্বিভুজ। হস্তে ধনু। খেটক ও নিম্বিংশ (খড়্গ) ধারিণী পত্নীর সহিত অবস্থিত।

## অনিরুদ্ধ

অনিরুদ্ধ :—চতুর্ভুজ ; শঙ্খ পদ্ম চর্ম ও অসিধারী । অর্ধবা দ্বিভুজ ;  
চর্ম ও অসিধারী । ইহার বামপার্শ্বে ধ্বজপটবিশিষ্ট  
ধ্বজদণ্ড স্থাপিত থাকিবে ।

## বিশেষ মূর্তি

১। ত্রৈলোক্যমোহন : গরুড়াকূট, অষ্টহস্ত, দক্ষিণচতুর্থে চক্র,  
খড়্গা, মুসল ও অঙ্কুশ । বামচতুর্থে  
শঙ্খ, শার্ঙ্গধনুঃ, গদা ও পাশ । সঙ্গিনী  
পদ্মহস্তা লক্ষ্মী বীণাহস্তা সরস্বতী এবং  
তদতিরিক্ত দক্ষিণদিকে বিশ্বরূপ ।

২। হরিশঙ্করক : চতুর্মুখ, ত্রিনেত্র, বিংশতিভুজ । হাতে  
মুদগর, পাশ, শক্তি, শূল, শর, শঙ্খ, শার্ঙ্গ,  
গদা, পাশ ( পুনর্কার ), তোমর, লাজল,  
পরশু, দণ্ড, ছুরিকা, চর্ম, ক্ষেপণ, শূল, ঋষ্টি  
( দ্বিধার খড়্গা ), গদা ( পুনর্কার ), চক্র ।  
ইনি বামপার্শ্বে জলশায়িক্রমে অবস্থিত ।  
লক্ষ্মী পাদসংবাহনকারিণী । বিমলা প্রভৃতি  
মাতৃগণ স্তবপরাঙ্গণ । নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা  
উৎখিত । পদপ্রান্তে গৌরীসমেত রুদ্র ও  
লক্ষ্মীসমেত বিষ্ণু ( ? ) ।

৩। (ক) লক্ষ্মীনরায়ণ : উপবিষ্ট । সম্ভবতঃ চতুর্ভুজ ও সেই  
ভুজ শঙ্খচক্রাদিবুক্ত । বামোবস্থিত  
লক্ষ্মী আলিঙ্গন করিয়া আছেন ।  
লক্ষ্মীর হাতে পদ্ম ও চামর ।

(খ) লক্ষ্মীনারায়ণ : উপবিষ্ট। চতুর্ভুজ। শঙ্খচক্রগদা-  
পদ্মধারী। বামাক্ষে লক্ষ্মী উপবিষ্ট।

(গ) „ - লক্ষ্মী এবং নারায়ণ উভয় মূর্তি পরস্পর  
সংলগ্ন। ডানদিকে নারায়ণ, বামদিকে  
লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর দক্ষিণহস্ত নারায়ণের  
কণ্ঠে ও বামহস্তে পদ্ম। নারায়ণের  
বামকর লক্ষ্মীর কুক্ষিবেষ্টি। সম্মুখে  
সিদ্ধিনামী যুবতী চামরগ্রাহিণী।  
নিম্নে বামদিকে গরুড়। সম্মুখে শঙ্খ-  
চক্রধারী খৰ্কাকার পুরুষদ্বয় এবং  
উপাসকরূপে ব্রহ্মা ও শিব বর্তমান।  
এ মূর্তি উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান দুই  
হইতে পারে।

৪। নারায়ণ : পদ্মাসনে উপবিষ্ট। দক্ষিণপার্শ্বে বহু-  
পাত্র, মাতুলুঙ্গ (লেবু) ও স্বর্ণ-  
পদ্মধারিণী লক্ষ্মী (সন্তবতঃ বিভূজা)  
বামে চতুর্ভুজা পৃথিবী। উর্দ্ধহস্তদ্বয়ে  
রক্তোৎপলদ্বয় ও অপর হস্তদ্বয়ে ধাতু-  
পাত্রদ্বয়। চামর ধরিয়া বিমলাদি  
শক্তিগণও উপস্থিত।

৫। যোগস্বামী : শ্বেতপদ্মের উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট। চক্ৰ  
ঈষদুদ্ভিত। নাসিকাগ্রে নিবিষ্টমনাঃ। চতু-  
র্ভুজ। উর্দ্ধবাহুদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র। অধো-  
হস্তদ্বয় পদ্ম ও গদাধারী অথচ উত্তান।

৬। লোকপাল : দ্বিভূজ। গদাধারী ও চক্রধারী।

সাধারণমূর্তির আর তালিকা দেওয়া নিম্নয়োজন। পূর্কোক্ত চতুর্বিংশতিমূর্তি, চতুমূর্তি, ও বিশেষমূর্তি এই তিনের সহিত যাহার সাদৃশ্য নাই, তিনিই সাধারণমূর্তির অন্তর্গত বিষ্ণু।

উপরোক্ত বিষ্ণুমূর্তিপরিচয়-বিষয়ক প্রমাণাবলিতে নিম্নলিখিত বস্তু ও পরিজনবর্গ বিষ্ণুর হস্তে ও সঙ্গে দেখা যায় বলিয়া জানা যায়।  
বস্তুচয়—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শাঙ্গধনু, অসি, শর, খেটক, বর, বৈজয়ন্তী মালা, চর্ম্ম, মুদগর, পাশ, শক্তি, শূল, তোমর, লাজল, দণ্ড, ছুরিকা, ক্ষেপণ, ঋষ্টি, তুণীর, পঞ্চবাণ।

পরিজনবর্গ—সন্ন্যাসী, সরস্বতী, ব্রহ্মা, ঈশ, শ্রী, পুষ্টি, বিশ্বক্সেন, সোমেশ, ইন্দ্রাদিদেবগণ, পৃথিবী, গরুড়, গোরী, রুদ্র, কেশব (?), দেবজ্ঞীগণ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ৬৪ অধ্যায়স্থিত “গঙ্গা চ তুলসী চৈব দেবী নারায়ণপ্রিয়া” এই বচনানুসারে বিষ্ণুর পরিজনের মধ্যে গঙ্গা ও তুলসীকেও দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থ মধ্যে চিত্রিত প্রতিমূর্তিগুলির যথাসম্ভব পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

১। পিতলের। মূর্শিদাবাদ কাঁদি নিবাসী শ্রীযুক্তকিশোরী-মোহন সিংহ উত্তর রাঢ়ে সাগরদিঘির নিকট উহা সংগ্রহ করিয়া পরিষদে উপহার দিয়াছেন। তদবধি এই সুন্দর মূর্তিখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে আছে। ইহার হস্তচতুষ্টয়ে প্রদক্ষিণানুসারে পদ্ম গদা চক্র শঙ্খ স্থাপিত। সমভিব্যাহারিচয় পুরুষমূর্তি। ইহাকে অগ্নিপুராণ ও পদ্মপুরাণ বর্ণিত চতুর্বিংশতি মূর্তির অন্তর্গত ত্রিবিক্রম বলা যাইতে পারে। আবার সিদ্ধার্থ সংহিতানুসারে

উপেক্ষাও বলা যাইতে পারে। আবার যদি (চ) বাসুদেবের পদ্মোপরি চক্রস্থাপনারূপ বিশেষত্বটুকু লওয়া যায় তবে বাসুদেবও বলা যাইতে পারে।

২। পাষাণের। প্রতিমূর্তি তিন খানি। দুইটি সম্পূর্ণ, অপরটির হস্ত কয়টিই ভগ্ন। ইহাদের পার্শ্বচারিণী পদ্মহস্তা স্ত্রী ও বীণাহস্তা পুষ্টি থাকার ইহাদিগকে (ঘ) বাসুদেব বলিয়াই নামকরণ করিলাম।

৩। পাষাণের। তিন খানি। দুখানি দণ্ডায়মান, এক-খানি গুরুড়াকৃৎ। ইহাদের বিশেষত্ব এই যে ইহাদের দুখানি করিয়া হাত পার্শ্বস্থিত স্ত্রী ও পুরুষমূর্তির মস্তকে অবস্থাপিত। সূক্ষ্মরূপে (জ) বাসুদেবের সহিত না মিলিলেও ঐ স্ত্রী ও পুরুষ (জ) বাসুদেবে বর্ণিত স্ত্রীরূপিণী গদাদেবী ও পুংরূপ চক্রদেব, তাহা যেন স্বতই মনে হয় ; তাই ইহাদের নামকরণ করিলাম (জ) বাসুদেব।

৪। পাষাণের। গুরুড়াকৃৎ। দক্ষিণোর্দ্ধে গদা ও বামোর্দ্ধে চক্র স্পষ্ট দেখা যায়। দক্ষিণাধঃ ও বামাধঃ হস্তদ্বয়ে অস্পষ্ট পদ্ম এবং শঙ্খ। গুরুড়াকৃৎ এই বিশেষত্বে ও গদা চক্রস্থাপনা মিলে বলিয়া ইহাকে (ক) বাসুদেব বলিলাম।

৫। পাষাণের। কেবল গুরুড়াকৃৎ ও চতুভুজ এই বিশেষত্বে ইহাকেও (ক) বাসুদেবই বলিলাম।

৬। পাষাণের। গুরুড়াকৃৎ এই বিশেষত্বেই ইহাকে (ক) বাসুদেব বলিলাম।

দুই হইতে ছয় চিত্রিত পাষাণ-মূর্তিগুলি কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এক-চিত্রিত পিত্তল-মূর্তি ব্যতীত সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় নিম্নলিখিত দুই প্রকার বিষ্ণুমূর্তি সংগৃহীত দেখিতে পাওয়া যায়।



৭। প্রহ্ম বা কেশব

৮। ত্রিবিক্রম

প্রথমটি পিতলের। পরিমাণে মাত্র ৫ইঞ্চি x ৩"। এই ক্ষুদ্র-মূর্তি দণ্ডায়মান এবং ইনি দক্ষিণাবর্তে পদ্ম শঙ্খ চক্র ও গদা ধারণ করিয়া আছেন। ইহার সহচারিণী দুইটি স্ত্রী-মূর্তির মধ্যে একটি বীণা-ধারিণী অপরটি চামরগ্রাহিণী। পদ্মাদিস্থাপনানুসারে ইহার নামকরণ করিতে হইলে পদ্মপুরাণানুসারে ইহাকে প্রহ্ম বা বলা যায়, আবার কেশবও বলা যায়। অগ্নিপূরণ এরূপ মূর্তিকে কেশবই বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় ত্রিবিক্রমের মূর্তি; সাহিত্য-পরিষদে এই শ্রেণীর মূর্তি ছয়টি সংগৃহীত আছে, সকলগুলিই পাষণনির্মিত। তন্মধ্যে তিনটি শ্রীযুক্ত দীপাপতিয়ার রাজাবাহাদুর বরেন্দ্র অঞ্চল হইতে, দুইটি পরিষৎ-সম্পাদক উত্তর রাঢ় হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; ষষ্ঠমূর্তি কলিকাতা বোবাজারে দত্তমহাশয়দেব বাটীতে ছিল, সেখান হইতে পরিষৎ উপহার পাইয়াছেন। সকলগুলিই প্রদক্ষিণানুসারে অগ্নি ও পদ্মপুরাণানুযায়িক পদ্ম গদা চক্র শঙ্খ ধারণ করিয়া আছেন। সকলগুলি দণ্ডায়মান। সকলেরই সহচারিণী চামরগ্রাহিণী ও বীণাবাদিনী দণ্ডায়মানা দুইটি করিয়া স্ত্রীমূর্তি। এই মূর্তিগুলির মধ্যে চারিটি বেশ অক্ষত; অপর দুইটির একটির দক্ষিণাধঃ ও অপরটির দক্ষিণাধঃ, বামোর্দ্ধ ও বামাধঃ হস্ত ভগ্ন। এরূপ ভগ্নহস্ততাসত্ত্বেও উহাদিগকে পদ্ম গদা চক্র শঙ্খধারী বলিয়াই মনে করিবার বেশ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি অক্ষত মূর্তির চিত্র দেওয়া গেল।

## পারিশিষ্ট

আমি অনন্তশায়িনী কোন বিষ্ণুমূর্তির উল্লেখ করি নাই। আমার বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য প্রমাণ গ্রন্থগুলিতে ঐরূপ কোন উল্লেখ নাই। বলিতে ইচ্ছা করি না যে অনন্তশায়িনী বিষ্ণুমূর্তি অপ্রামাণিক। প্রমাণ কতটুকুই বা সংগ্রহ করা হইয়াছে! তা ছাড়া কলিকাতা যাত্রঘরে ঐ জাতীয় একটি মূর্তি বিদ্যমান থাকায় কেন যে এতগুলি প্রমাণগ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাইলাম না তজ্জন্তু বিস্মিত হইতে হয়। যখন সশরীরে উহাকে পাইয়াছি, তখন এই ‘বিষ্ণুমূর্তিপরিচয়’ গ্রন্থে উহার স্থান পাইবার যোগ্যতা আছে।

এ মূর্তিখানি ইষ্টকের (terra cotta'র)। সর্পরূপী অনন্তের বিস্তৃত ফণার অন্তরালে মাথা রাখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অনন্তের শরীরের উপর অর্দ্ধশয়ানরূপে অবস্থিত। নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা সমুখিতরূপে পরিদৃশ্যমান। সম্মুখে মুদগর হস্তে পুরুষদ্বয় দণ্ডায়মান। ইহার পরিমাণ ১৯" × ৯" × ২".৭৫।

এখানি পাওয়া গিয়াছে ভিতরগাঁও নামক গ্রামে। ভিতরগাঁও কানপুরসহরের বিংশতি মাইল দক্ষিণ। জেনেরাল কানিংহাম ইংরাজী ১৮৮২ সালে যাত্রঘরে ইহা প্রদান করেন। কানিংহামের মতে কুলপুর নামক কোন এক প্রাচীন নগরের মধ্যবর্তী স্থানই এই ভিতরগাঁও অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ গ্রাম। ভিতরগাঁওর পূর্বদিকে একটি বৃহৎ ইষ্টকনির্মিত মন্দির,—আছে; উক্ত জেনেরাল বলেন উত্তরভারতে ইহাই একমাত্র প্রাচীন ইষ্টকমন্দির। এই মন্দিরের সাত আট ফিট উচ্চে আড়াই ফিট পরিমিত একটি চতুষ্কোণ প্রদেশে স্থিত বিবিধ ইষ্টকমূর্তির মধ্যে

ইহা অত্যন্তম, কানিংহাম সাহেব ইহার নির্মাণ প্রাচীন দেখিয়া ইহাকে বুদ্ধগয়ার প্রাচীন ইষ্টক মন্দিরের রচনার সমসাময়িক অনুমান করিয়াছেন। সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে বা তাহারও কিছু পূর্ববর্তী সময়ে ইহার প্রথম আবির্ভাব (আর্কিওলজিকল সার্ভে রিপোর্ট বালাম ১১ পৃষ্ঠা ৪০—৪৬)। কানিংহাম সাহেব যখন দেখেন তখন মন্দির দণ্ডায়মান থাকিলেও ইহার অনেক অংশ পড়িয়া গিয়াছিল।

ভিতরগাঁওর মন্দিরটি অত প্রাচীন কালের হইলে সেই মন্দিরস্থিত এই অনন্তশায়িনী বিষ্ণু-মূর্তিও সেই সপ্তম বা তাহারও পূর্ববর্তী শতাব্দীর হয়।

গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দিরের প্রাঙ্গণে অনন্তশায়িনী কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি আছে। এই মূর্তিগুলি সকল বিষয়ে পূর্ববর্ণিত মূর্তির অনুরূপ; প্রভেদের মধ্যে এই যে এগুলি প্রস্তরনির্মিত ও ভিতর-গাঁওমূর্তির অনেক পরবর্তী। বিষ্ণুপদ মন্দিরের প্রাঙ্গণস্থিত মূর্তিগুলি বাঙ্গালার পালবংশের অধিকারকালে নির্মিত বলিয়া অনুমান হয়। শতবর্ষ পূর্বে ডাক্তার বুকানন হামিল্টন্ এইরূপ মূর্তির চিত্র তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন আধুনিক গ্রন্থে উক্ত বিষ্ণুমূর্তির চিত্র বা বিবরণ নাই।

কলিকাতা যাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত বিভাগের অত্যন্তম প্রধান কর্মচারী সৌদরপ্রতিম শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, আমার এই প্রবন্ধের জন্মই গ্রন্থে চিত্রিত প্রতিমূর্তিগুলির ফটোগ্রাফ প্রস্তুত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। গয়ার মূর্তিগুলিরও বিবরণ তাঁহার নিকটেই পাইয়াছি।

সমাপ্ত।



১। ত্রিবিক্রম, উপেন্দ্র অথবা বাসুদেব (চ)





২। প্রথম—বান্ধদেব (ঘ)





২। দ্বিতীয়—বাসুদেব (ঘ।







২। তৃতীয়—বাম্মদেব (য)





৩। প্রথম—বাসুদেব (জ)





৩। দ্বিতীয়—বাম্মদেব (জ)

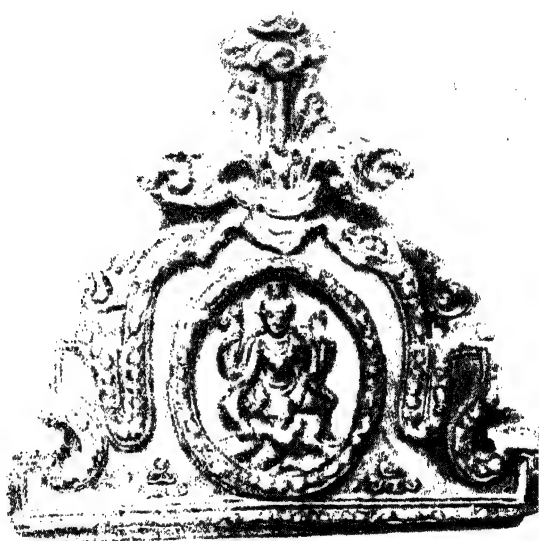




୩। ତୃତୀୟ—ବାହୁଦେବ (ଜ)

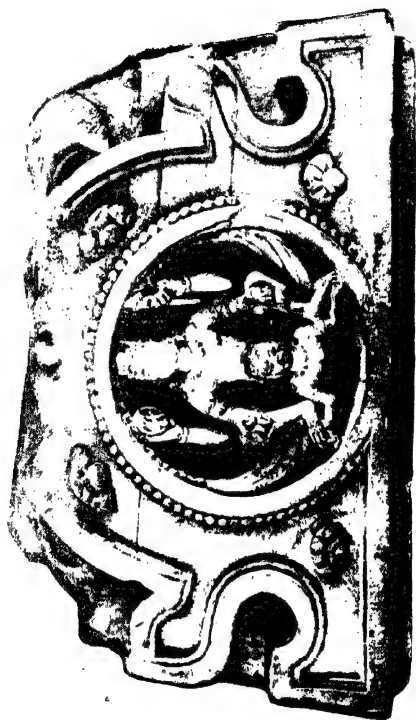






৪। বামুদেব (ক)





৫। বাসুদেব (ক)





৬! বামুদেব (ক)





৭। প্রত্ন অথবা কেশব।







৮। ত্রিবিধম।







# মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকা

## নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা

পরিগ্রহণ সংখ্যা .....

এই পুস্তকখানি নিম্নে নির্দ্ধারিত দি

গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক  
জরিমানা দিতে হইবে।

নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন
২৫ ৫-২০		

